বাস্তুই

পরিসর

এপ্রিল-জুন, ২০২৫

সংখ্যা ০২

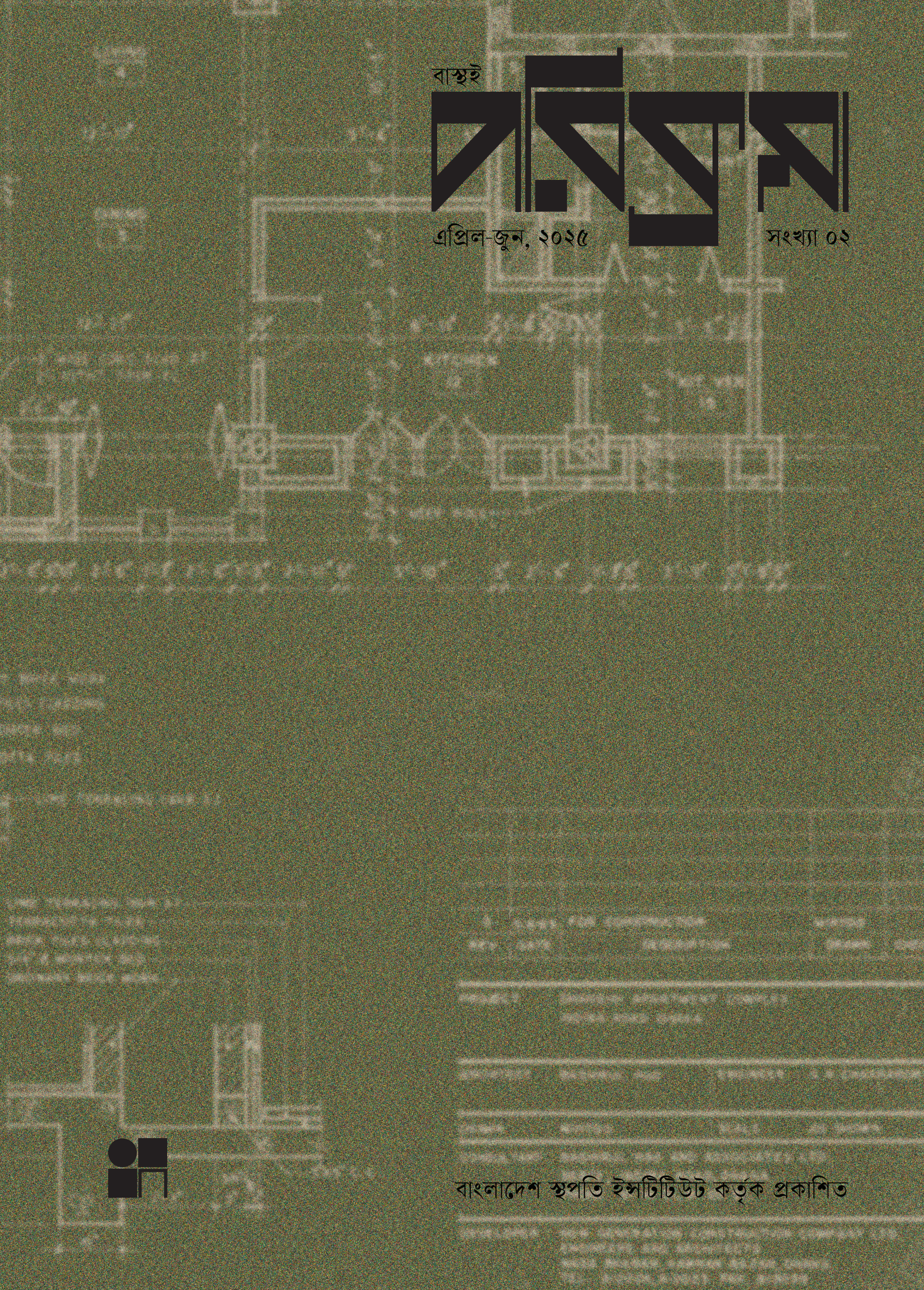

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত

বাস্তই

এপ্রিল-জুন, ২০২৫
সংখ্যা ০২

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত

স্থা

বাস্তুই পরিক্রমা
সংখ্যা ০২
এপ্রিল-জুন, ২০২৫

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদনা
মোঃ শফিউল আজম শামীম, সম্পাদক, প্রকাশনা ও প্রচার

সম্পাদনা দল
স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক
স্থপতি ড. নওরোজ ফাতেমী, সহ-সাধারণ সম্পাদক
স্থপতি চৌধুরী প্রতীক বড়ুয়া
স্থপতি তাসনিম তাহুরা রুফাইদা
সৈয়দ তাওসিফ মোনাওয়ার

‘পরিক্রমা’ লোগো, প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
তারিফ আরাফ

স্থপতি বশিরুল হক কর্তৃক প্রণীত ধানসিঁড়ি এপার্টমেন্ট
কমপ্লেক্সের নকশার একাংশ প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৬তম নির্বাহী পরিষদ

১. **স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ**
সভাপতি
২. **স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব**
সহ-সভাপতি, জাতীয় বিষয়াদি
৩. **স্থপতি খান মোহাম্মদ মাহফুজুল হক**
সহ-সভাপতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
৪. **স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ**
সাধারণ সম্পাদক
৫. **স্থপতি ড. মোঃ নওরোজ ফাতেমী**
সহ-সাধারণ সম্পাদক
৬. **স্থপতি চৌধুরী সাইদুজ্জামান**
কোষাধ্যক্ষ
৭. **স্থপতি মোঃ মারুফ হোসেন**
সম্পাদক, শিক্ষা
৮. **স্থপতি এম ওয়াহিদ আসিফ**
সম্পাদক, পেশা
৯. **স্থপতি আহসানুল হক রুবেল**
সম্পাদক, সদস্যপদ
১০. **স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম**
সম্পাদক, প্রকাশনা ও প্রচার
১১. **স্থপতি সাইদা আক্তার**
সম্পাদক, সেমিনার ও সম্মেলন
১২. **স্থপতি কাজী শামিমা শারমিন**
সম্পাদক, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
১৩. **স্থপতি ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক**
সম্পাদক, পরিবেশ ও নগরায়ন
১৪. **স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী**
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার
১৫. **স্থপতি ফারিয়া লতিফ**
চেয়ারম্যান, কানাডা চ্যাপ্টার
১৬. **স্থপতি প্রফেসর ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ**
সর্বশেষ পূর্ববর্তী সভাপতি

সভাপতির কথা

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের নিউজলেটারের দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে—এটি আমাদের সম্মিলিত যাত্রার ধারাবাহিক অগ্রগতির আরেকটি পদক্ষেপ। প্রথম সংখ্যার প্রতি আপনাদের আন্তরিক আগ্রহ, প্রশংসা ও মূল্যবান মতামত আমাদেরকে আরও দায়বদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে।

এই সময়ের মধ্যে ইনস্টিটিউটের নানা কার্যক্রমে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়েছে যে, বাস্থই কেবল একটি সংগঠন নয়, বরং এটি স্থপতিদের সম্মিলিত চেতনার একটি প্ল্যাটফর্ম। ARCHJAM ২০২৫, KSRM Awards for Future Architects, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ, পেশাগত নীতি ও মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বৈঠক—সবকিছুই আমাদের এই যাত্রাকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, স্থাপত্য কেবল নান্দনিক সৃষ্টির ক্ষেত্র নয়—এটি সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতার প্রকাশ। তাই 'ইমপ্রুভমেন্ট অব ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোয়ালিটি ফর রেসিলিয়েন্স অব প্রাইভেট বিল্ডিং' সংক্রান্ত রাজউক ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে আলোচনাসহ, দুর্যোগ-সহনশীল ও টেকসই ভবন নির্মাণে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে, CPD সেশন ও প্রশিক্ষণগুলোর বিষয়বস্তু আমরা এমনভাবে বিন্যস্ত করছি যাতে সদস্যরা শুধু অংশগ্রহণই না, বরং প্রত্যক্ষভাবে তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নত করতে পারেন। এই নিউজলেটারের মাধ্যমে সেই জ্ঞানভিত্তিক চর্চার সারাংশ তুলে ধরা আমাদের একটি সচেতন প্রচেষ্টা।

আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি একটি আরও শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী স্থাপত্য সম্প্রদায় গঠনের লক্ষ্যে। আশা করি, আপনাদের অংশগ্রহণ, পরামর্শ ও সহযোগিতা আমাদের এই পথচলায় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আসুন, আমরা একসঙ্গে স্থাপত্যের শক্তিকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করি—একটি সৃজনশীল, মানবিক ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা রইল।

শুভেচ্ছান্তে,

ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
সভাপতি
২৬তম নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট (বাস্থই)

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (IAB)-এর নিউজলেটারের এই দ্বিতীয় সংখ্যায় আপনাদের স্বাগত। প্রথম সংখ্যার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে আমরা চেষ্টা করেছি এই ইস্যুটি আরও তথ্যবহুল, প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে।

এই সংখ্যায় আমরা শুধুমাত্র সংবাদের প্রতিফলন করি নি, বরং প্রতিটি CPD (Continuing Professional Development) সেশন ও কর্মশালার মূল ভাবনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি, যাতে পাঠকরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষামূলক বিষয়গুলো সহজেই বুঝতে পারেন এবং তাদের পেশাগত জ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এছাড়াও, বিভিন্ন আর্কিটেকচার্যাল ইভেন্ট, সম্মেলন, উদযাপন ও সামাজিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিষ্ঠানের গতিশীল কার্যক্রম ও স্থপতিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরতে। আশা করি এই সংকলন আপনাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধি যোগ করবে।

পাঠকবৃন্দের মতামত ও প্রতিক্রিয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। ভবিষ্যতের সংখ্যায় আরও প্রাসঙ্গিক ও তথ্যসমৃদ্ধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে আমরা সেগুলোকে প্রাধান্য দেব।

আপনাদের সমর্থন ও উৎসাহ আমাদের এই যাত্রায় অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

শুভেচ্ছান্তে,

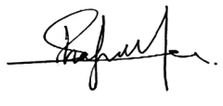

স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম
সম্পাদক, প্রকাশনা ও প্রচার
২৬তম নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট

সূচীপত্র

জাতীয় কার্যক্রম

পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ – প্রাণের উৎসবে রঙিন এক দিন! ১১

কেএসআরএম এ্যাওয়ার্ডস ফর ফিউচার আর্কিটেক্টস – ৬ষ্ঠ আবর্তন: ভবিষ্যত স্থপতিদের অনুপ্রাণিত করার এক অনন্য প্রয়াস ১৯

৬ষ্ঠ কেএসআরএম এ্যাওয়ার্ডস ফর ফিউচার আর্কিটেক্টস: এ্যাওয়ার্ড গালা অনুষ্ঠিত ২৩

ভেনিস দ্বিবার্ষিক স্থাপত্য প্রদর্শনী ২০২৫-এ ভিত্তির অংশগ্রহণ উপলক্ষে আইএবি-তে সংবাদ সম্মেলন ২৫

বাস্থই ও রাজউকের মধ্যে করিগরি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর ২৫

মহান মে দিবস ২০২৫ ২৭

শুভ নববর্ষ ১৪৩২! ২৭

বাস্থই প্রাঙ্গণে সহযোগী সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন ২৯

বাস্থই সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা (২য় সাইকেল) অনুষ্ঠিত ২৯

আর্ক:আইডি ২০২৫ – “পারফরমেটিভ ল্যান্ডস্কেপস”–এর মাধ্যমে আইএবি–আইএআই এর বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধন ৩১

সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি কমিটি: বেগমগঞ্জে বন্যা সহনশীল আবাসন প্রকল্পে অগ্রগতি ৩১

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আর্কজ্যাম পূর্ণাঙ্গ কমিটির সভা ৩৩

ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ উদযাপন এবং বাস্থই কার্যক্রম পুনরারম্ভ ৩৩

বাস্থই সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা (৩য় সাইকেল) অনুষ্ঠিত ৩৫

বাস্থই সভাপতি নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ ৩৫

উপজেলা মাস্টার প্ল্যান ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম Project Co-ordination Committee (PCC) সভা অনুষ্ঠিত ৩৭

আর্কজ্যাম ২০২৫ প্রকৃতির কোলে স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা ৩৯

“ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ঢাকার ভূমিকম্প সহনশীলতা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত ৫৩

রাজউক ও জাইকা কর্তৃক “ভবন সংক্রান্ত দুর্যোগের (ভূমিকম্প ও অগ্নি) ঝুঁকি প্রশমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি” বিষয়ক সেমিনার ৫৫

সিপিডি প্রোগ্রাম ও কর্মশালা

BNBC 2020: সাধারণ ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা – সিপিডি সেশন ৫৯

“Code of Ethics and Professional Conduct” শীর্ষক সিপিডি অনুষ্ঠিত ৬১

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-১৯৯৬ নিয়ে CPD Workshop ৬৩

“Construction Techniques for Multiple Basements” শীর্ষক CPD সফলভাবে অনুষ্ঠিত ৬৫

“Basic Understanding of STEPS to Accessible Means of Egress: Ensuring Safety and Accessibility” শীর্ষক CPD অনুষ্ঠিত ৬৭

“Basic Understanding of GIS” শীর্ষক কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন ৬৯

শহর ও নগরায়ণ

পরিবেশ ও নগরায়ন কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত ৭৩

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫: প্লাস্টিক দূষণ রোধে স্থপতিদের অঙ্গীকার ৭৫

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

থাইল্যান্ডে এআর্কএশিয়া-এর আয়োজনে “বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থাপত্যচর্চা” বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত ৭৯

গাজা নিয়ে সংহতি: "Global Strike for Gaza" আন্দোলনের প্রতি বাস্থই’র মোমবাতি প্রজ্বলন ৮১

সামাজিক দায়বদ্ধতা

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডস্থলে আইএবি প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন ৮৫

আইএবি’র ১০০ হোমস প্রোগ্রাম: দুরমুট গ্রামে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ৮৭

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শোকবার্তা

প্রখ্যাত স্থপতি বশিরুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী ৯১

বাস্থই ফেলো স্থপতি গাউসুল আলম খান এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ৯২

প্রয়াত স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়া স্মরণে আয়োজন করা হয় স্মরণসভা ৯৩

জাতীয় কার্যক্রম

এসো মাতি নতুনের আ

পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ – প্রাণের উৎসবে রঙিন এক দিন!

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপন

ঐতিহ্য, আনন্দ ও সম্প্রীতির এক রঙিন দিন

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্তুই)-এর প্রাঙ্গণ ১৪৩২ সালের পহেলা বৈশাখে রূপ নেয় এক প্রাণবন্ত, রঙিন ও আনন্দমুখর মিলনমেলায়। বাংলা নববর্ষের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থপতিদের এই প্রিয় ঠিকানাটি পরিণত হয় ঐতিহ্য, সৃজনশীলতা ও সম্প্রদায়বোধের এক উজ্জ্বল প্রতীকীতে। দিনব্যাপী এই উৎসবমুখর আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ১৬০০ জন সদস্য, তাঁদের পরিবার, সহকর্মী ও অতিথিবৃন্দ। সকাল থেকেই রঙিন পোশাকে, ঐতিহ্যবাহী সাজে এবং হাসিমুখে প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়ে। স্থপতিদের এই মিলন শুধু উৎসব নয়—এটি ছিল পেশাগত বন্ধনের বাইরে এক মানবিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের প্রকাশ

রঙে রঙে মীনাবাজার ও ঐতিহ্যের ছোঁয়া

নববর্ষ উদযাপনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঐতিহ্যবাহী ‘মীনাবাজার, যেখানে সদস্যদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় ২২টি স্টল। প্রতিটি স্টল ছিল বৈচিত্র্যে ভরপুর দেশীয় পোশাক, হস্তশিল্প, মাটির তৈজস খেলনা, বই, গয়না, পিঠা-পায়েস, ভর্তা-ভাত থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী পানীয়—সবকিছুই সাজানো হয়েছিল ভালোবাসা ও স্বতঃসফূর্ততার সঙ্গে।

প্রতিটি স্টলের পেছনে ছিল কোনো না কোনো স্থপতির পরিবার বা দল, যারা নিজেদের হাতের কাজ সৃজনশীলতা ও ঐতিহ্যের ধারাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। রঙিন আলপনা, বাঁশ-বেতের সাজ। পাটের ব্যানার—সব মিলিয়ে মীনাবাজার হয়ে ওঠে যেন এক ক্ষুদ্র বাংলার গ্রাম।

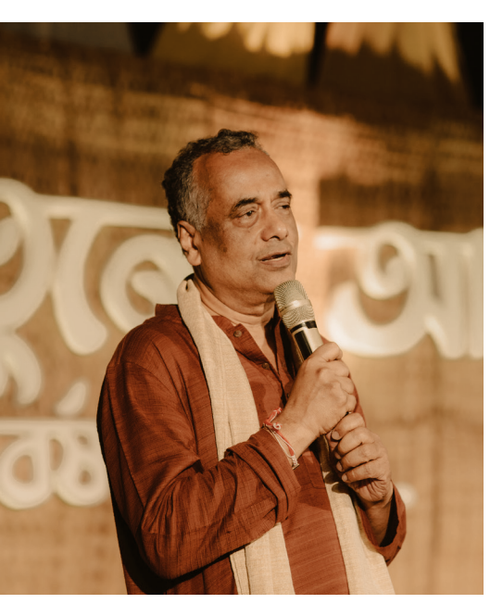

শিশুদের জন্য ছিল আনন্দ ও শেখার মিলন

শিশুরা ছিল এই উৎসবের প্রাণ। সকাল থেকেই ছোট ছোট অংশগ্রহণকারীরা মেতে ওঠে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়, যেখানে ১১৬ জন শিশু নিজেদের কল্পনায় ফুটিয়ে তোলে নতুন বছরের উচ্ছ্বাস, প্রকৃতি, প্রাণবন্ত গ্রামবাংলা ও উৎসবের দৃশ্য।

দুপুরে মঞ্চে শুরু হয় 'কাকতাড়ুয়া পাপেট থিয়েটার'-এর মনোমুগ্ধকর পুতুলনাচ, যা শিশুদের আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তাঁদের চোখেমুখে ঝলমল করে ওঠে হাসি, বিস্ময় আর কৌতূহল । এছাড়াও শিশুদের জন্য আয়োজিত হয় শীতলপাটি বুনন ও মাটির পটারি তৈরির কর্মশালা যেখানে ছোট্ট অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের হাতে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এটি শুধু আনন্দই নয়—ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের প্রথম হাতে-কলমে পরিচয়।

বায়োস্কোপ প্রদর্শনী ও মুখচিত্রাঙ্কন স্টলও ছিল সারাদিনের ব্যস্ততম আকর্ষণ। অনেক সদস্য ও শিশু একসঙ্গে প্রাচীন বিনোদনের এই রূপ দেখে উচ্ছ্বসিত হন, যেন স্মৃতি ফিরিয়ে আনে শৈশবের দিনগুলো।

গান, গল্প আর খাবারে জমে ওঠে আড্ডা

দুপুরের পর প্রাঙ্গণ জুড়ে চলতে থাকে হাসি-আড্ডা, গল্পগুজব ও একসঙ্গে খাবার ভাগ করে নেওয়ার উচ্ছ্বাস। সদস্যরা পরিবারসহ উপভোগ করেন ঐতিহ্যবাহী খাবারের পসরা, সঙ্গীত, এবং অনানুষ্ঠানিক পারফরম্যান্স। কেউ বসে গল্প করছেন পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে, কেউ আবার ঘুরে দেখছেন মীনাবাজারের নতুন পসরা।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে চলতে থাকে সংগীতানুষ্ঠান ও কবিতা পাঠ। সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে সুর, তাল ও হাসির শব্দে। এটি ছিল এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এক জীবন্ত উদাহরণ—যেখানে স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও মানবিক সম্পর্ক একসূত্রে গাঁথা।

WORLD HERITAGE
VOLUNTEERS

কাক এডুয়া

বায়োস্কোপ

সহযোগিতা ও কৃতজ্ঞতা

এই বিশাল আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করতে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি বাস্তুই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে নিম্নোক্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমুহকে যাঁদের অবদান দিনটিকে আরও রঙিন ও পরিপূর্ণ করে তুলেছেঃ

-বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড
-আর্টিস্ট্রি মার্বেল অ্যান্ড গ্রানাইট লিমিটেড তিলোত্তমা বাংলা গ্রুপ
-ইন্ডিগো মার্বেল অ্যান্ড গ্রানাইট লিমিটেড
-স্পেস কুচার (Space Couture)

এছাড়াও আয়োজক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও সকল অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিরলস পরিশ্রম এবং উদ্দীপনাই এই অনুষ্ঠানকে করেছে সফল ও স্মরণীয়।

একসঙ্গে উদযাপনের শক্তি

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের এই নববর্ষ উদযাপন কেবল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়—এটি ছিল ঐক্য অংশগ্রহণ, সহমর্মিতা ও মানবিক সংযোগের এক প্রতীক। স্থপতিদের এই পারিবারিক মিলনমেলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে পেশার বাইরেও আমরা এক বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশ— যেখানে বন্ধন গড়ে ওঠে সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভিত্তিতে।

বাস্তুই বিশ্বাস করে এমন উৎসবই স্থপতিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে এবং আমাদের পেশাকে আরও মানবিক ঐতিহ্যনির্ভর ও সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে সকল সদস্য, তাঁদের পরিবারবর্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

আপনাদের অংশগ্রহণ ও উচ্ছ্বাসেই নববর্ষ ১৪৩২-এর এই উদযাপন হয়ে উঠেছে এক সত্যিকারের মিলনোৎসব-আনন্দ, ঐতিহ্য ও বন্ধনের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

শুভ নববর্ষ ১৪৩২

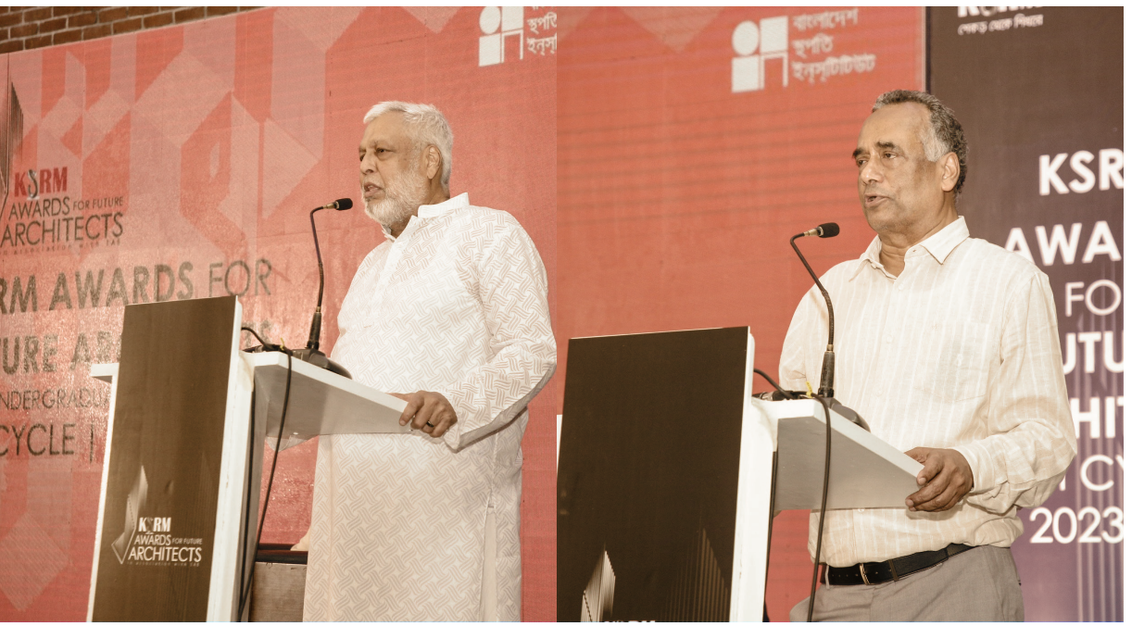

KSRM
AWARDS FOR FUTURE
ARCHITECTS

KSRM AWARDS FOR FUTURE ARCHITECTS
BEST UNDERGRADUATE THESIS
6TH CYCLE | 2023-24
KSRM
AWARDS FOR FUTURE
ARCHITECTS

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এবং কেএসআরএম-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "কেএসআরএম এ্যাওয়ার্ডস ফর ফিউচার আর্কিটেক্টস: বেস্ট আন্ডারগ্রাজুয়েট থিসিস" এর ৬ষ্ঠ আবর্তন (২০২৩-২৪) বর্তমানে চলমান। এবারের আয়োজনে ১৫টি বাস্থই স্বীকৃত স্থাপত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৪টি থিসিস প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন করছেন ৫ সদস্যের একটি স্বতন্ত্র জুরি প্যানেল।

২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত, জমাপ্রাপ্ত থিসিস প্রকল্পসমূহ আইএবি সেন্টার, আগারগাঁও, ঢাকায় সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

২৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে জমকালো গালা ইভেন্ট, যেখানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মো. ফাওজুল কবির খান।

এই আবর্তন উপলক্ষে ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে আইএবি সেন্টারে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কেএসআরএম-এর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন:

কর্ণেল মো: আশফাকুল ইসলাম (অব.), জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট উইং, কেএসআরএম।

বাস্থই-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন:

স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ, সভাপতি
স্থপতি চৌধুরী সাইদুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ
স্থপতি ড. মো: মারুফ হোসেন, সম্পাদক (শিক্ষা)
স্থপতি শফিউল আজম শামীম, সম্পাদক (প্রকাশনা ও প্রচার)
স্থপতি সাকিব আহসান চৌধুরী, অ্যাওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর।

স্থাপত্য শিক্ষার বিকাশ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার এই উদ্যোগ নতুন দিগন্তের উন্মোচন করছে।

কেএসআরএম এ্যাওয়ার্ডস ফর ফিউচার আর্কিটেক্টস – ৬ষ্ঠ আবর্তন: ভবিষ্যত স্থপতিদের অনুপ্রাণিত করার এক অনন্য প্রয়াস

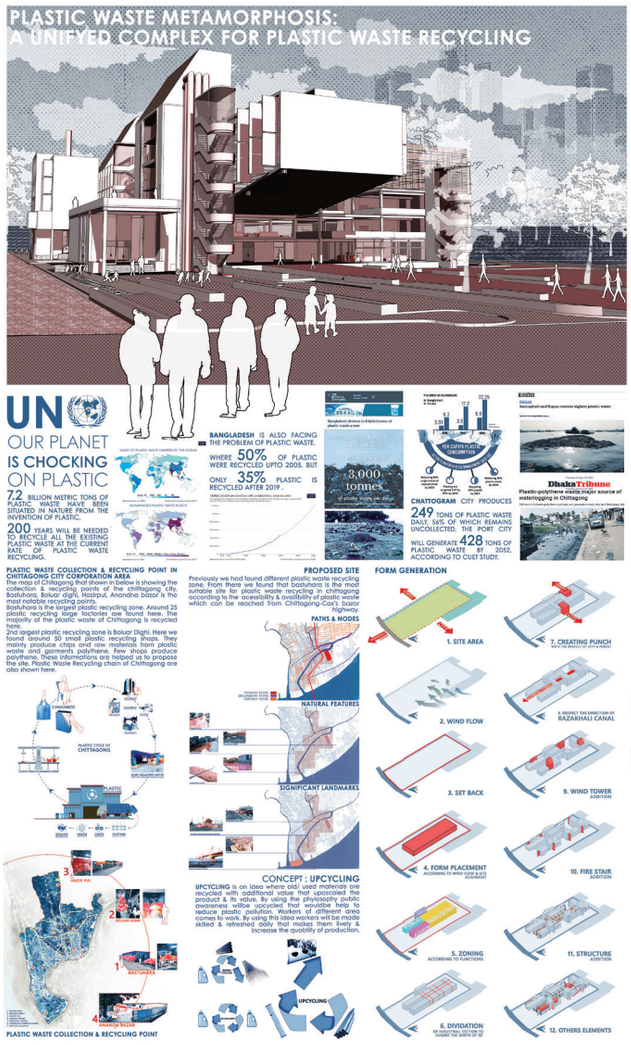

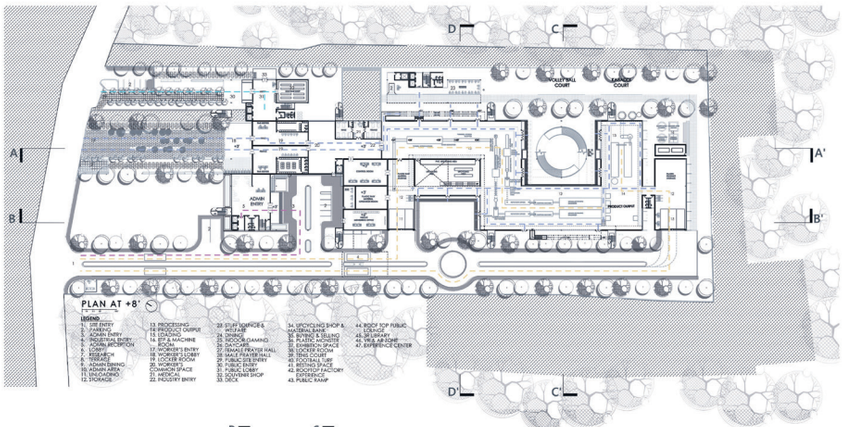

The project is divided into 2 segments. They are **THE INDUSTRIAL SEGMENT** and **THE PUBLIC SEGMENT.** The industrial segment is divided into 3 sub-segments. They are,

i. Production
ii. Admin
iii. Worker

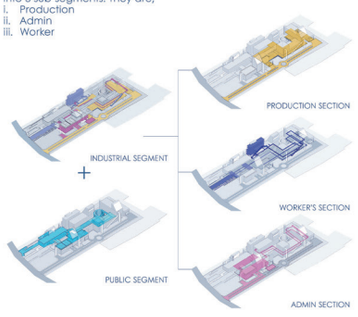

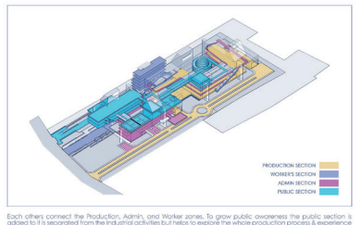

Each others connect the Production, Admin, and Worker zones. To grow public awareness the public section is added to it is separated from the industrial activities but helps to explore the whole production process & experience zone. Various commercial,recreational & urban facility is provided here, that will help to grow public awareness of them about plastic waste. It is highly concerned to keep the industrial segment fully Uninturupted from public.

১. ১ম পুরস্কার : রিফাত আল ইবরাহিম, চুয়েট – Plastic Waste Metamorphosis
২. ২য় পুরস্কার : শাহিরা সারওয়াত, এআইইউবি – Heritage Sanctuary for Geology
৩. ৩য় পুরস্কার : বাঁধন দাশ, ইউএপি – Resurgence of Origins

HERITAGE SANCTUARY FOR GEOLOGY

AT JAFLONG, GOWAINGHAT UPAZILA, SYLHET, BANGLADESH

PROJECT BRIEF

The project focuses on preserving the unique geological features in Jaflong, Sylhet from the Eocene age (55.8 million years ago) i.e., the only open limestone, layers of 'Kopili Shale', and boulder beds along with hillocks. These hillocks have been declared as geological heritage due to the presence of shale layers exposed on the surface as well as beneath the ground, and need to be conserved against extinction for man-made or natural reasons.

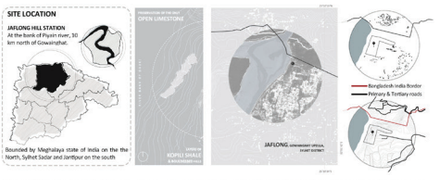

Jaflong of Sylhet in Bangladesh has played a very important role for a long time to the Geological Researchers, Teachers, and Students for its diversified geological structure and heritage. The area is situated at the bank of Piyain river Bangladesh - India border. Almost all the available siltstone layers inside Bangladesh are situated in this region in an open state.

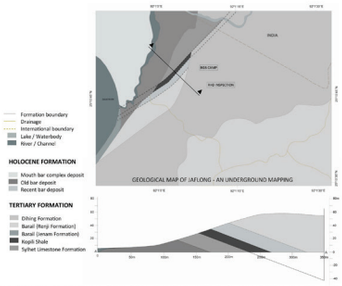

Five formations from the Tertiary period and three deposits from the Holocene period showcase the area's rich geological heritage. Notably, the site showcases the exposed Shale formations dating back millions of years to the Eocene age.

A LIVING LABORATORY OF NATURE

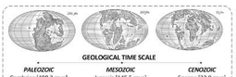

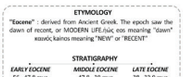

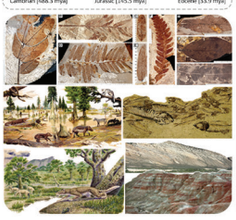

Jaflong owes its formation to the intricate geological processes, particularly the phenomenon of subduction. Over millions of years, the tectonic plates underlying the region have been in constant motion, with one plate sliding beneath another.

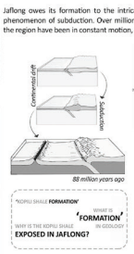

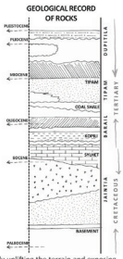

This subduction process has played a pivotal role in shaping the landscape, gradually uplifting the terrain and exposing layers of ancient geological formations, including the renowned Kopili Shale layer. A gradual emergence of Jaflong, with its distinctive geological features becoming increasingly visible over time. Thus, the site stands as a testament to the dynamic forces of nature and a timeless heritage of geological evolution.

UNVEILING JAFLONG'S GEOLOGICAL LEGACY

The site sits at an elevation of 108 feet above sea level, and harbors 42 different species of plants, contributing to its ecological richness. While nearby stone quarries pose minimal direct impact, occasional illegal extraction activities threaten the site's integrity. The main site forces are the endangered outcrops of the Kopili shale, which are only exposed in this eastern bank of the Dauki river, Jaflong.

Site images (A) Approach road, at +108' (B,C) View from the site towards Piyain river (D) Existing landform (E) View from the site towards Meghalaya, India (F) Existing plantation

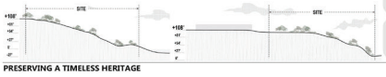

(A,B) Naturally embedded formations on the ground (Dihing formation). The sudden upliftment of the river bed exposed this formation (C) Naturally formed water streaming channel

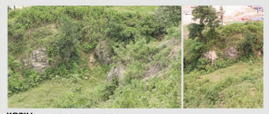

KOPILI SHALE: SAND + CLAY + SILT

SHALE is a soft, brittle and easily eroded **SEDIMENTARY ROCK** formed from **MUD** and deposited in **AQUATIC** environment, and compacted into **HARD ROCK.**

OLDEST FORMATION	ONLY EXPOSED FORMATION	ONLY EXPOSED EOCENE LIMESTONE
OF GEOLOGICAL TIME SCALE IN THIS AREA	FOUND IN JAFLONG, SYLHET	IN BANGLADESH

Declared as Geological Heritage on 29 January 2017 through an official gazette by the government. Five formations from the Tertiary period and three deposits from the Holocene period showcase the area's rich geological heritage.

PRESERVING A TIMELESS HERITAGE

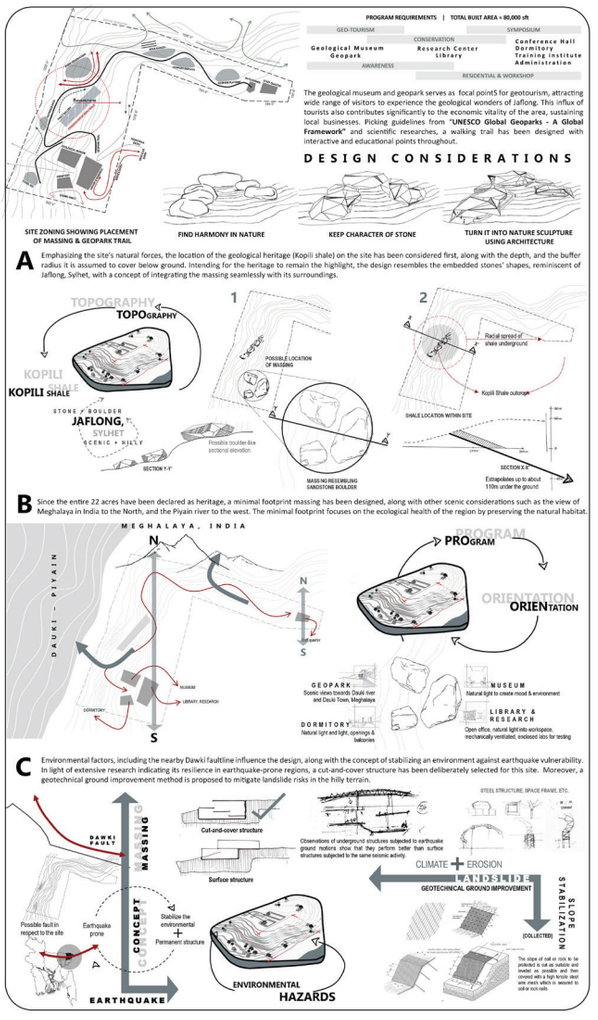

RESURGENCE OF ORIGINS (Sir Jagadish Chandra Bose Center for Scientific Research)

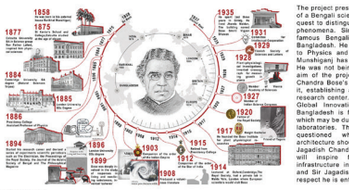

The project presents a narrative about the journey of a Bengali scientist's life, his inventions, and his quest to distinguish between natural and artificial phenomena. Sir Jagadish Chandra Bose is a famous Bengali scientist born in Munshiganj, Bangladesh. He made extraordinary contributions to Physics and Botany. His ancestral home in Munshiganj has been neglected for many years. He was not being honored in his birthplace. The aim of the project is to showcase Sir Jagadish Chandra Bose's home to the world by preserving it, establishing a botanical museum and a plant research center. In addition, it is known from the Global Innovation Index that the position of Bangladesh is far behind in terms of research, which may be due to the lack of proper facilities for laboratories. The purpose of this project also questioned what 21st century laboratory architecture should be. Through all of this, the Sir Jagadish Chandra Bose Museum and Laboratory will inspire future generations, laboratory infrastructure in Bangladesh can be developed, and Sir Jagadish Chandra Bose will receive the respect he is entitled to.

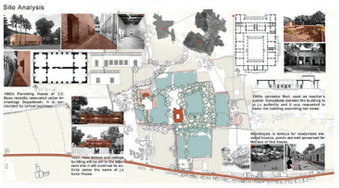

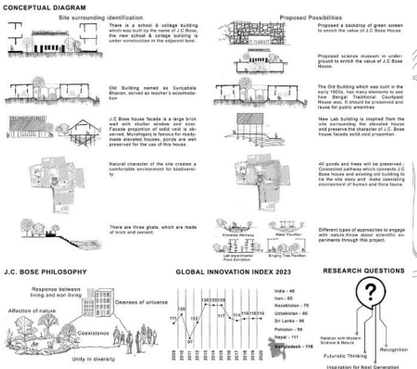

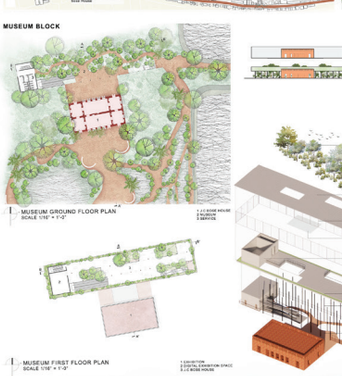

গত ২৬ এপ্রিল ২০২৫, শনিবার, কেএসআরএম এ্যাওয়ার্ডস ফর ফিউচার আর্কিটেক্টস: বেস্ট আন্ডারগ্রাজুয়েট থিসিস এর ৬ষ্ঠ আবর্তনের এ্যাওয়ার্ড গালা বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি) সেন্টারের মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট স্থপতি অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
এ্যাওয়ার্ড কোওর্ডিনেটর স্থপতি সাকিব আহসান চৌধুরী-এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।
কেএসআরএম-এর পক্ষ থেকে জনাব কর্ণেল মো: আশফাকুল ইসলাম (অব.), জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট উইং বক্তব্য রাখেন এবং জুরি বোর্ডের পক্ষ থেকে স্থপতি আসিফ এম আহসানুল হক জুরি প্রক্রিয়া তুলে ধরেন।
সভাপতির বক্তব্যে স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ স্থপতিদের বহুমাত্রিক ও জনমুখী কর্মকাণ্ড তুলে ধরে তাদের জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে মাননীয় উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থপতিবৃন্দকে টেকসই নকশা প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করা হয় এবং সমস্যা সমাধানে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
২০২৫ সালের এ আসরে ১৫টি বাস্থই স্বীকৃত স্থাপত্য বিভাগ থেকে ৪৪টি প্রকল্প জমা পড়ে। জুরি বোর্ডের বিচারে তিনটি প্রকল্পকে বিজয়ী এবং দুটি প্রকল্পকে কমেন্ডেশন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

বিজয়ীদের তালিকা:
• ১ম পুরস্কার (৳১,০০,০০০): রিফাত আল ইবরাহিম, চুয়েট – Plastic Waste Metamorphosis
• ২য় পুরস্কার (৳৭৫,০০০): শাহিরা সারওয়াত, এআইইউবি – Heritage Sanctuary for Geology
• ৩য় পুরস্কার (৳৫০,০০০): বাঁধন দাশ, ইউএপি – Resurgence of Origins
কমেন্ডেশন সম্মাননা:
• খন্দকার মাহাতীর, চুয়েট – Float Web Nexus
• ফারিয়া আহমেদ, এনএসইউ – Game Utopia

বিজয়ী ও কমেন্ডেশনপ্রাপ্তদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শিক্ষক মন্ডলীকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়।
আনুষ্ঠানিক অংশ শেষে মাননীয় উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রকল্পগুলোর প্রেজেন্টেশন ও মডেলসমূহ নিয়ে একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়, যা ২৭-৩০ এপ্রিল আইএবি সেন্টারের বার্জার সেমিনার হলে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।
স্পিচ অফ ইন্সপিরেশন অংশে বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতমান স্থপতি ও আর্কিটেকচারাল ফটোগ্রাফার আসিফ সালমান। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী আহমেদ হাসান সানি।

৬ষ্ঠ কেএসআরএম এ্যাওয়ার্ডস ফর ফিউচার আর্কিটেক্টস: এ্যাওয়ার্ড গালা অনুষ্ঠিত

ভেনিস দ্বিবার্ষিক স্থাপত্য প্রদর্শনী ২০২৫-এ ভিত্তির অংশগ্রহণ উপলক্ষে আইএবি-তে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশের স্থাপত্যভাবনা, দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরতে ‘ভিত্তি স্থপতিবৃন্দ লিমিটেড’-এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে ইতালির ‘ভেনিস দ্বিবার্ষিক স্থাপত্য প্রদর্শনী ২০২৫’-এ। ইউরোপিয়ান কালচারাল সেন্টারের আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক এই প্রদর্শনীতে প্রতিষ্ঠানটি অংশ নেবে আগামী ১০ মে থেকে শুরু হওয়া ছয় মাসব্যাপী ১৯তম আসরে।

এ উপলক্ষে ২ এপ্রিল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ‘ভিত্তি’র সহপ্রতিষ্ঠাতা স্থপতি ইকবাল হাবিব ও স্থপতি ইশতিয়াক জহির অংশগ্রহণের বিস্তারিত তুলে ধরেন। প্রদর্শনীতে ‘হাতিরঝিল’, ‘বাবুরাইল খাল পুনঃস্থাপন’ ও ‘১৮টি ডিএনসিসি পার্ক পুনরুদ্ধার’-এর মতো বৃহৎ নগর পরিকল্পনা প্রকল্পসহ নয়টি কাজ উপস্থাপন করা হবে। এসব প্রকল্পে নগর ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়, পুনর্গঠন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশীয় প্রয়োজনীয়তাকে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাইদ এম আহমেদ । ভিত্তির সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্থপতি ইকবাল হাবিব ও স্থপতি ইশতিয়াক জহির প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আইএবি সম্পাদক (পেশা) স্থপতি এম ওয়াহিদ আসিফ ও অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাস্থই ও রাজউকের মধ্যে করিগরি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২৯ এপ্রিল ২০২৫, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) রাজউক-এর সঙ্গে 'Improvement of Design and Construction Quality for Resilience of Private Building' শীর্ষক কারিগরি সহোযোগিতা প্রকল্পের চুক্তিস্মারক স্বাক্ষর করেছে।

এই চুক্তির মাধ্যমে বাস্থই এবং রাজউক একসঙ্গে অগ্নি নিরাপত্তা, নির্মাণ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে কাজ করবে এবং পারস্পারিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এছাড়াও, উভয় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যৌথভাবে কাজ করবে।

বাস্থই-এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ এবং রাজউকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) জনাব হারুন আর রশিদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজউকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, বাস্থই সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাইদ এম আহমেদ, সহসভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব, সম্পাদক (পেশা) স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ, রাজউকের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং জাইকার কর্মকর্তাগণ।

এই চুক্তি বাংলাদেশের প্রাইভেট ভবন নির্মাণের মান উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মহান মে দিবস ২০২৫

১ মে, বৃহস্পতিবার, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মহান মে দিবস পালিত হয়।
‘শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়ব এ দেশ নতুন করে’—এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে বাংলাদেশে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মর্যাদার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।
স্থাপত্য পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি কারিগর, নির্মাণশ্রমিক ও সহায়ক পেশাজীবী এই ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের সম্মান ও অধিকার রক্ষায় সকলের সমন্বিত প্রয়াসেই গড়ে উঠবে একটি মানবিক ও উন্নয়নশীল বাংলাদেশ।
ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) মহান মে দিবস উপলক্ষে সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

শুভ নববর্ষ ১৪৩২!

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে সবাইকে বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
ঐতিহ্যের আবহে, বর্ণিল সাজে—নববর্ষ হোক নতুন সম্ভাবনা ও আনন্দের বার্তা।
এই নতুন বছর ছড়িয়ে দিক আনন্দ, শান্তি ও সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আমাদের প্রতিটি দিনেই।
এসো, মিলে মিশে উদযাপন করি বাংলা নববর্ষ, এসো মাতি নতুনের আহবানে !
আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গর্ব।
বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট

বাস্থই প্রাঙ্গণে সহযোগী সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের উদ্যোগে ২১ জুন ২০২৫ তারিখে বাস্থই প্রাঙ্গণে সহযোগী সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি ও পরিচিতিমূলক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে ১১১ জন নবীন স্থপতির অংশগ্রহণে একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করা হয় সহ-সভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) এবং সদস্যপদ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান স্থপতি নওয়াজীস মাহবুব দ্বারা। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ, সম্পাদক (পেশা) স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ, স্থপতি অমিত কুমার শাহা, স্থপতি কাওসারী পারভীন, এবং সম্পাদক (সদস্যপদ) স্থপতি আহসানুল হক রুবেল।

আনুষ্ঠানিকতার শুরুতে নবীন সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানানো হয়। এরপর ধাপে ধাপে অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি উপস্থাপন করা হয় এবং প্যানেল সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

সেশনের মূল পর্বে বাস্থই-এর শৃঙ্খলাবিধি, পেশাগত নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, এবং স্থাপত্যচর্চার বাস্তবতা বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। নবীন স্থপতিদের মধ্যে পেশার প্রতি প্রতিশ্রুতি এবং দায়িত্বশীলতা জাগ্রত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নবীন সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে প্যানেল সদস্যরা তাদের দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করেন।

বাস্থই সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা (২য় সাইকেল) অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) প্রাঙ্গণে এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের অধীনে সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা (২য় সাইকেল) ১০ই মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
এবারের পরীক্ষায় মোট ৪৬ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।
পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে, ৪ মে ২০২৫ তারিখে সদস্যপদ পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের জন্য একটি Examination Preparation Workshop আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন স্থপতি কাওসারী পারভীন এবং সম্পাদক (সদস্যপদ) স্থপতি আহসানুল হক রুবেল।
ওয়ার্কশপে পরীক্ষার কাঠামো, ধাপ, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।
অংশগ্রহণকারীদের জন্য মক টেস্টেরও আয়োজন করা হয়, যা তাদের প্রস্তুতিকে আরও সুসংগঠিত ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ করে।
ওয়ার্কশপ ও পরীক্ষার এই কার্যক্রমটি প্রার্থীদের সদস্যপদ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আর্ক:আইডি ২০২৫ – “পারফরমেটিভ ল্যান্ডস্কেপস”–এর মাধ্যমে আইএবি–আইএআই এর বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধন

ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে প্রতীক্ষিত স্থাপত্য ফোরাম ও ট্রেড ইভেন্ট আর্ক:আইডি তার পঞ্চম আসর নিয়ে আসছে ৮–১১ মে ২০২৫ তারিখে ICE BSD City–এর হল ৫–৭ এ। ইন্দোনেশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস (IAI) ও PT CIS Exhibition–এর যৌথ আয়োজনে এবারের থিম “পারফরমেটিভ আর্কিপেলাগোস”। আয়োজনটিতে থাকছে একটি গতিশীল আন্তর্জাতিক সম্মেলন, নতুন বিজনেস ম্যাচিং প্রোগ্রামের সূচনা এবং প্রদর্শনী ও বক্তাদের আরও বৃহৎ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কিউরেশন।

৮–৯ মে ২০২৫ তারিখে Nusantara Hall–এ অনুষ্ঠিতব্য আর্ক:আইডি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেবেন স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা, উন্নয়ন, প্রশাসন, প্রকৌশল ও সংস্কৃতি খাতের পেশাজীবীরা, যেখানে হবে উন্মুক্ত ও আন্তঃবিষয়ক সংলাপ।

বাংলাদেশ স্থপতি প্রতিষ্ঠান (IAB) ও ইন্দোনেশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস (IAI)–এর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার প্রতিফলন হিসেবে, আইএবি’র প্রকাশনা ও প্রচার সম্পাদক স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম ACYA বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে ইন্দোনেশিয়ান ডিজাইন উইক – আর্ক:আইডি ২০২৫–এ “পারফরমেটিভ ল্যান্ডস্কেপস: ফ্রম বেঙ্গল’স ডেল্টা টু দ্য আর্কিপেলাগো এজ” শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি ছিল প্রথমবারের মতো যখন IAI তাদের প্রচলিত “ফোর নেশন” কাঠামোর বাইরে থেকে কাউকে এই কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানায়। এই অনুষ্ঠান কেবল ধারণা বিনিময়ের মঞ্চই ছিল না—এটি ছিল সীমান্ত-পেরোনো সৌহার্দ্য, পেশাগত বিনিময় এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য আঞ্চলিক স্থাপত্য অগ্রগতির প্রতি অভিন্ন অঙ্গীকারের এক উদযাপন।

সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি কমিটিঃ বেগমগঞ্জে বন্যা সহনশীল আবাসন প্রকল্পে অগ্রগতি

১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে বন্যা সহনশীল ঘর নকশা প্রক ল্পে র দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাস্থই-এর সামনের আইল্যান্ড নকশা, ভোলা প্রকল্প এবং নোয়াখালীর সাইটসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন এবং পর্যালোচনা করা হয়।
সভায় ভোলায় একটি ফলো-আপ সার্ভে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নির্মাণ চলাকালীন প্রকল্প পরিদর্শনের সুপারিশ করা হয়। নোয়াখালীর জন্য দুটি আলাদা সাইট এলাকা দুটি স্বেচ্ছাসেবী স্থপতি দলের কাছে বণ্টন করা হয়, যেখানে নকশা ও কাঠামোগত দিক বিবেচনায় পর্যালোচনা করা হবে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সাইট ১-এর নকশা চূড়ান্ত অনুমোদনকে বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, সাইট ২-এর বাজেট পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করা হয়। সভাটি নিরাপদ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে সমাপ্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আর্কজ্যাম পূর্ণাঙ্গ কমিটির সভা

০৫ মে ২০২৫ তারিখে আর্কজ্যামের পূর্ণাঙ্গ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের প্রধান ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্কজ্যাম অনুষ্ঠানকে সফল ও কার্যকর করতে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করা।
সভায় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া, সময়সূচি, নিরাপত্তা ও নিয়মনীতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও, বিভাগের প্রধান ও প্রতিনিধিরা তাদের চিন্তাভাবনা ও সুপারিশ শেয়ার করেন, যা আর্কজ্যামকে আরও সুষ্ঠু ও কার্যকরী করতে সহায়ক হবে।

ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ উদযাপন এবং বাস্থই কার্যক্রম পুনরারম্ভ

মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-আযহা দেশে যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতা ও উৎসবমুখর পরিবেশে ৭ জুন ২০২৫ তারিখে উদযাপিত হয়। আল্লাহর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ও ভ্রাতৃত্বের অনুপম শিক্ষা নিয়ে ঈদ-উল-আযহা সমাজে মানবিকতা, সহানুভূতি ও সমবেত আনন্দের বার্তা পৌঁছে দেয়।
এ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এর কার্যালয় ৫ জুন থেকে ১৩ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ঈদের ছুটির জন্য বন্ধ ছিল। ছুটির পর ১৪ জুন ২০২৫ থেকে অফিস কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়।
ছুটি শেষে সকল বিভাগ ও কমিটির কার্যক্রম নবউদ্যমে শুরু হয়েছে। সদস্যদের আন্তরিক অংশগ্রহণে এবং নির্বাহী পরিষদের দিকনির্দেশনায় বাস্থই তার সকল পরিকল্পিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে।
বাস্থই-এর পক্ষ থেকে সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং সহকর্মীদের প্রতি পবিত্র ঈদ-উল-আযহার শুভেচ্ছা জানানো হয়।
ঈদ মোবারক!

বাস্থই সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা (৩য় সাইকেল) অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) প্রাঙ্গণে এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের অধীনে সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা (৩য় সাইকেল) ২৮ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
এবারের পরীক্ষায় মোট ৩৬ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।
পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে, ২২ জুন ২০২৫ তারিখে সদস্যপদ পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের জন্য একটি Examination Preparation Workshop আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে পরীক্ষার কাঠামো, ধাপ, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।
অংশগ্রহণকারীদের জন্য মক টেস্টেরও আয়োজন করা হয়, যা তাদের প্রস্তুতিকে আরও সুসংগঠিত ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ করে।
ওয়ার্কশপ ও পরীক্ষার এই কার্যক্রমটি প্রার্থীদের সদস্যপদ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাস্থই সভাপতি নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ

২৩ জুন ২০২৫ তারিখে, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর সভাপতি স্থপতি ডঃ আবু সাঈদ মোস্তাক আহমেদ নেতৃত্বে স্থাপত্যভূমি এবং নগর পরিকল্পনাকারীদের একটি প্রতিনিধিদল পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সায়েদা রেজওয়ানা হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে ঢাকা অঞ্চলের জলাভূমি ও দেশের বিস্তীর্ণ ভূদৃশ্যের পরিবেশগত গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনা অন্বেষণ করা হয়। বাস্থই প্রতিনিধিদল গোড়াঞ্জাটবাড়ি রিটেনশন পন্ড এলাকা এবং তুরাগ নদীর তীরবর্তী পরিবেশের সুরক্ষা ও নান্দনিক উন্নয়ন নিয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন, যা ঢাকায় টেকসই নগর জীবন ও প্রকৃতি-ভিত্তিক বিনোদনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই বৈঠকে সরকার ও পেশাজীবীদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষায়, জলবায়ু সহনশীলতায় এবং প্রকৃতি-সংযুক্ত নগরায়নে যৌথ প্রতিশ্রুতি বিশেষভাবে ফুটে ওঠে।

উপজেলা মাস্টার প্ল্যান ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম Project Co-ordination Committee (PCC) সভা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "উপজেলা (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" (UTMIDP) প্রকল্পের আওতায় ১২টি উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজের সুষ্ঠ সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গঠিত ৩০ সদস্য বিশিষ্ট Project Co-ordination Committee (PCC) এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাটি ২৩ জুন ২০২৫, সোমবার সকাল ১০টায় এলজিইডি সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে (লেভেল-৪) আয়োজিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মিয়া, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এর পক্ষ থেকে সম্মানীত ফেলো ও কোষাধ্যক্ষ স্থপতি চৌধুরী সাইদুজ্জামান, সদস্য ও সম্পাদক (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) স্থপতি কাজী শামীমা শারমীন, এবং সদস্য স্থপতি তালুকদার আবদুল্লাহ আল মুকিত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বাস্থই-এর পক্ষ থেকে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকল্প পরিচালনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রতিনিধি মনোনয়নসহ তথ্য-উপাত্ত বিনিময় এবং পরামর্শক টিমের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এছাড়াও, প্রকল্প পরিচালকের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং বাস্থই কার্যালয়ে পরামর্শক দলের আমন্ত্রণ প্রেরণের মাধ্যমে কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

আর্কজ্যাম ২০২৫ প্রকৃতির কোলে স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা

ডঃ মোঃ নওরোজ ফাতেমী
সদস্য সচিব, আর্কজ্যাম ২০২৫

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশের স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড় এবং প্রতীক্ষিত আয়োজন আর্কজ্যাম। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং একটি আত্মিক মিলনমেলা, যেখানে সৃজনশীলতা, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান, দলগত কাজ এবং জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা এক সূত্রে গাঁথা হয়। এবারের আয়োজন, আর্কজ্যাম ২০২৫, অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুর জেলার বাহাদুরপুরের সবুজে ঘেরা রোভার স্কাউটস ট্রেইনিং সেন্টারে (চিত্র-১) । ২০২৫ সালের এই আয়োজনে যুক্ত হয়েছিল নতুন প্রত্যাশা ও নতুন আবেগ। চারদিনব্যাপী এই যাত্রা ছিল যেন এক চলমান পাঠশালা—যেখানে শিক্ষার্থীরা বইয়ের পাতার বাইরের বাস্তবতা ছুঁয়ে দেখেছে, প্রকৃতির ভেতরে গিয়ে স্থাপত্যকে উপলব্ধি করেছে।

গাজীপুরের বাহাদুরপুরের রোভার স্কাউটস ট্রেইনিং সেন্টারের সবুজ প্রান্তর, উঁচুনিচু রাস্তা, ঘন গাছপালা আর অনিশ্চিত আবহাওয়া মিলিয়ে স্থানটি যেন হয়ে উঠেছিল স্থাপত্যশিক্ষার্থীদের জন্য এক বাস্তব ল্যাবরেটরি। এখানে শিখতে হয়েছে টিকে থাকার কৌশল, সহযোগিতা আর প্রতিকূলতার মাঝেও আনন্দ খুঁজে নেওয়ার শিক্ষা।

অংশগ্রহণকারী

দেশের ২৬টি স্থাপত্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে এই অনন্য অভিজ্ঞতায়। এর মধ্যে মোট শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন ৬৬৪ জন (৩৪২ মেয়ে এবং ৩২২ ছেলে)। স্থপতি

উপস্থিত ছিলেন ১৩৭ জন (শিক্ষার্থীদের মেন্টর হিসেবে ৬৮ জন, স্থপতিদের মেন্টর হিসেবে ৭ জন, অতিথি হিসেবে ২ জন এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে ৬০ জন)। ভলান্টিয়ার উপস্থিত ছিলেন ৩৮ জন (স্কাউট ১৬ জন, স্থাপত্যের শিক্ষার্থী ১৬ জন এবং ডকুমেন্টেশন কমিটির ৬ জন)। পুরো জাম্বুরিটি পরিচালনার জন্য কমিটি সদস্য উপস্থিত ছিলেন ৬৯ জন। এই নিয়ে পুরো জাম্বুরীতে প্রায় এক হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে (সারণী-১)। তাঁদের চোখেমুখে প্রতিফলিত হয়েছে এক অভিন্ন স্বপ্ন: স্থাপত্য মানে কেবল নকশা নয়, বরং জীবনযাত্রার এক নতুন দিগন্ত।

আয়োজন

আর্কজ্যাম ২০২৫ এর আয়োজন সূচী ছিল বেশ ব্যাপ্ত। আয়োজনগুলোকে তিনদিনব্যাপী বন্টন করা হয়েছিল। এখানে যেমন ডিজাইন শ্যারেট, ট্রিহাউস নির্মাণ, মাটির ঘর নির্মাণ, বাঁশের ঘর/স্ট্রাকচার নির্মাণ ও ওয়ার্কশপ, আর্কিটেকচার কুইজ, ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতা –এগুলোর মত স্থাপত্য বিষয়ক আয়োজন ছিল, ঠিক তেমনি ছিল হাইকিং, অবস্টাকল কোর্স, দেশী খেলাধুলা- এগুলোর মত শরীর গঠনমূলক আয়োজন। আরো ছিল, শিক্ষণীয় বিভিন্ন আয়োজন যেমন, গ্রুপ ক্রিয়েটিভ থিংকিং, ফার্স্টএইড প্রশিক্ষণ ও ফায়ার সেফটি ড্রিল। এরসাথে বিনোদনের জন্য ছিল প্রতিরাতে ক্যাম্পফায়ারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা।

অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়

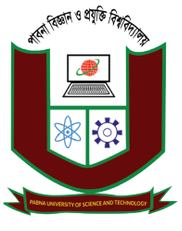

আর্কজ্যাম ২০২৫-এ অংশগ্রহণকারীর তালিকা

কমিটি সদস্য	**৬৯**
মহিলা ১৫	
পুরুষ ৫৪	
স্কাউট সদস্য	**১২**
শিক্ষার্থীদের মেন্টর	**৬৮**
মহিলা ১৭	
পুরুষ ৫১	
শিক্ষার্থী অংশগ্রহণকারী	**৬৬৪**
মহিলা ৩৪২	
পুরুষ ৩২২	
স্থপতিদের মেন্টর	**৭**
মহিলা ১	
পুরুষ ৬	
স্থপতি অংশগ্রহণকারী	**৬০**
মহিলা ২১	
পুরুষ ৩৯	
ভলান্টিয়ার	**৩৮**
মহিলা ১২	
পুরুষ ২৬	
অতিথি	**২**
মোট অংশগ্রহণকারী	**৯২০**

ARCHITECTURE
JAMBOREE 2025
রহস্য
প্রেরণার খোঁজে
শেকড়ে
ARCHJAM
MAY 22-25

STAMFORD UNIVERSITY BANGLADESH
SOLID -

হাট্টি মাটিম টিম
শেকড়ে খুঁজি প্রেরণা

শেকড়ে খুঁজি প্রেরণা
সাকা হাফং
Ahsanullah University of Science and

প্রেরণার খোঁজে শেখড়ে

THE STUPAS

ArchJAM
2025
22-25

G-26
PLANOVA
"প্রেরণার খোঁজে শেকড়ে"

প্রেরণার খোঁজে শিকড়ে
বাস্তুই আর্কজ্যাম ২০২৫

প্রথম দিনের বৃষ্টিভেজা সুচনা

২২ মে ভোর থেকেই নামতে থাকে টানা বৃষ্টি। মাঠ ভিজে কাদায় মাখামাখি। কিন্তু শিক্ষার্থীরা হার মানেনি। দিন শুরু হয়েছিল, রেজিস্ট্রেশন ও কিট সংগ্রহ দিয়ে। সকালের নাশতা শেষে, সকল সদস্যেরা নিজেরা মিলেমিশে টেন্ট পিচিং সম্পন্ন করেন। বৃষ্টিভেজা মাঠে হাসিমুখে দলভিত্তিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তাঁবু খাটানোর সেই মুহূর্ত হয়ে ওঠে এক প্রাণবন্ত ঐক্যের প্রতীক। তারপর ছিল চা-বিরতি ও পরে শুরু হয় একটি উদ্যমী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান—শপথ নেওয়া হয়- "সামনে যে প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন, আর্কজ্যাম হবে আনন্দ আর শেখার উৎসব"। উদ্বোধনের পরপরই অনুষ্ঠিত হয় সাসটেইনেবল রেস্টুরেন্ট ডিজাইন শ্যারেট। শিক্ষার্থীরা ভাবনায় এনেছে পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যের ধারণা। দুপুরের খাবার ও নামাজ বিরতির পর বিকেলে শুরু হয় কার্যকরী হাতেকলমে অভিজ্ঞতা— ট্রিহাউস নির্মাণ, মাটির ঘর নির্মাণ, বাঁশের কাঠামো নির্মাণ ও ওয়ার্কশপ। ভেজা হাতে, কাদায় মাখা পোশাকে একাকার- তবুও সকলের আনন্দ ছিল অটুট। সন্ধ্যায় আসে দলগত অভিযান—ট্রেজার হান্ট । রাত নামতেই জ্বলে ওঠে ক্যাম্পফায়ার। আগুনের চারপাশে গাওয়া গান, নাচ, নাটক আর কবিতার আবেশে বৃষ্টিভেজা দিনের সমাপ্তি হয় উল্লাসে (চিত্র-২)।

পুরোটাদিন উৎসাহ আর আনন্দ থাকলেও সন্ধ্যা গড়াতেই ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে কিছু কঠিন বাস্তবতা। দিনের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক আসে রাত নামার পর। তাবুর ভেতরে হঠাৎ সাপ দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা যারা প্রথমবারের মতো এমন পরিবেশে রাত কাটাতে এসেছিল, তাদের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেকেই আতঙ্কে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। অথচ আয়োজন শুরুর আগে জানানো হয়েছিল জায়গাটি সাপমুক্ত। সেই বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া মুহূর্তে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে পুরো ক্যাম্পে। এদিকে সন্ধ্যার পর বৃষ্টির পানিতে গ্রাউন্ড শীট ভিজে কাদা হয়ে যায়। অনেক শিক্ষার্থী আর তাঁবুতে শোয়ার সাহস পাচ্ছিল না। বৃষ্টিভেজা গরম আর আর্দ্রতা তাদের জন্য অসহ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত তাঁবু এলাকার অবস্থা ছিল আরও করুণ—স্থানটি ছিল স্যাঁতসেঁতে, অপরিষ্কার ও অস্বস্তিকর। তার উপর বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল অনিয়মিত। জেনারেটরের সীমিত সহায়তা শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ বাড়ায়। এছাড়া টয়লেটগুলো স্বল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে ওঠে অপরিষ্কার ও ব্যবহার অনুপযোগী। টয়লেটগুলোতে পানি সরবরাহের ঘাটতি ছিল সবচেয়ে বড় সংকট—হাত-মুখ ধোয়া কিংবা সাধারণ ব্যবহারেও পানির অভাব তীব্র হয়ে ওঠে।

তবে সমস্যার সমাধানের মধ্যেই প্রমাণ হয় আয়োজক হিসেবে আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা। আতঙ্কিত শিক্ষার্থীদের শান্ত করতে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ক্যাম্পের পরিবেশ সচল রাখতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশকে দ্রুত মূল ভবনের একতলা ও দোতলার সেমিনার কক্ষে স্থানান্তর করা হয়, যাতে তারা নিরাপদে ও আরামে রাত কাটাতে পারে। রোভার স্কাউট কর্মকর্তার দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় সরাসরি বাস্থই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে। এতে সমস্যাগুলো সমাধানের গতি বেড়ে যায়। পরিস্কারকর্মীর সংখ্যা ও দায়িত্বের সময় বাড়ানো হয়, যাতে টয়লেট ও আশপাশের জায়গা পরিস্কার রাখা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ২৪ ঘণ্টা পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা—যা বাস্থই কর্মীরা হাতে-কলমে নিশ্চিত করেন। ফলাফল হিসেবে, যে আতঙ্ক প্রথমে শিক্ষার্থীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই কমে আসে। নিরাপত্তা ও স্বস্তির পরিবেশ ফিরে আসে।

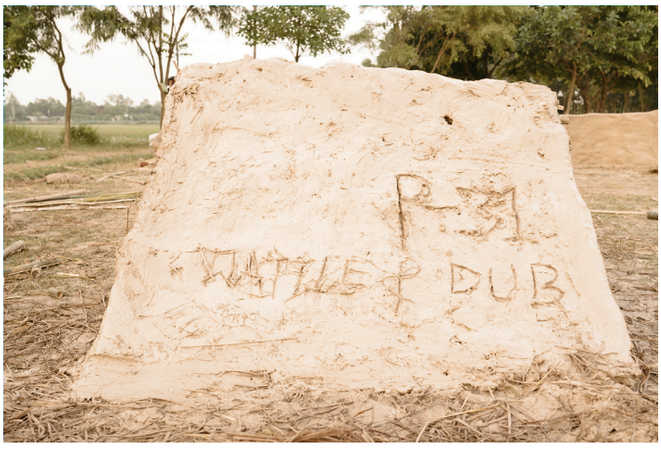
P-31
DUB

দ্বিতীয় দিনের প্রাণবন্ত অভিযান

প্রথম দিনের বৃষ্টিমুখর আবহের পর ২৩ মে'র সকালটা ছিল স্নিগ্ধ ও সতেজ। যদিও আজকের আকাশ ছিল খানিকটা মেঘলা, তবে অনেকটাই স্বস্তিদায়ক। শিক্ষার্থীরা হালকা ব্যায়ামের পর ব্রেকফাস্ট করে রেশন সংগ্রহ করে নেয়- প্রস্তুত হয় দিনের প্রধান আকর্ষণ হাইকিং-এর জন্য। উঁচুনিচু পথ, ঝোপঝাড় আর কাদামাটি পেরিয়ে দলভিত্তিক শিক্ষার্থীরা এগিয়ে চলে নির্ধারিত গন্তব্যে। নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে তাদের অভিযান সম্পন্ন হয়। সেখানে গিয়ে শুরু হয় এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা—নিজেদের রান্না নিজেরাই করবে সবাই। কাঠ জ্বালানো, সবজি কাটা, হাঁড়ি বসানো—সব মিলিয়ে দুপুরের খাবার হয়ে ওঠে দলগত পরিশ্রমের ফসল। ধোঁয়ার গন্ধ, ভাতের সুবাস আর হাসি-আড্ডায় ভরে ওঠে পরিবেশ। এদিনের Rurban Bonding সার্ভেটি শিক্ষার্থীদের ক্লান্তিজনিত কারণে বাদ দেয়া হয়। এরপর ভেন্যুতে ফিরে এসে বিকেলে মাঠ সরব হয়ে ওঠে অবস্টাকল কোর্স ও থ্রিডি কম্পোজিশন অনুশীলনে। একই সঙ্গে চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি—প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি করে গাছ লাগিয়ে জানায় প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা। সন্ধ্যায় জমে ওঠে দেশীয় খেলার মেলা। দাঁড়িয়াবান্ধা, সাতচারা, গোল্লাছুট আর ফুটবলের উত্তেজনায় —সব মিলিয়ে পুরো ক্যাম্পজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণের রঙ। কিন্তু দিনের সবচেয়ে বিশেষ মুহূর্ত ছিল আইএবি নেতৃত্বের উপস্থিতি। সভাপতি প্রফেসর স্থপতি আবু সাঈদ এম আহমেদসহ শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসেন খোলামেলা আলোচনায় —স্থাপত্যচর্চা ও আইএবির ভূমিকা নিয়ে। আলোচনায় উঠে আসে—"স্থাপত্যপেশা মানে কেবল নকশা প্রস্তুত নয়, এটি সামাজিক দায়বদ্ধতারও নাম"। রাতের আকাশে আবারও জ্বলে ওঠে ক্যাম্পফায়ারের আগুন। আর রাতের ডিনার দিয়ে দিনটি হয় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি হয় হাসি, গান আর আলোর উজ্জ্বলতায় (চিত্র-৩)।

এদিনেও বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ অংশগ্রহণকারীরা হাইকিং শেষে রোভারপল্লী আদর্শ বিদ্যানিকেতন মাঠে পৌঁছে নিজেরাই রান্না করে নিজেদের দুপুরের খাবার তৈরী করবে— এমন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অনেকদলই হাইকিং শেষে তাদের রান্না করার কাঠ পাননি। এব্যাপারে বেশ কয়েকটি দলের সদস্য এবং মেন্টরকে অসহনশীল এবং অসন্তুষ্ট দেখা যায়। রান্নার স্থান এবং কাঠ সরবরাহকৃত জনৈক কমিটি সদস্যের আচরণে অনেকেই তীব্র অনুযোগ জানান। সমাধান হিসেবে আমরা জরুরিভিত্তিতে অতি দ্রুততার সাথে কাঠ সরবরাহ করার চেষ্টা করি। জনৈক কমিটি সদস্যকে সহণশীল আচরণের প্রতি উদ্যোগী এবং পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সচেতন হতে নির্দেশ দেওয়া হয় এছাড়াও রাতে তাবুতে পুণরায় সাপ দেখা যায়, এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমনই ভীতির সঞ্চার করে যে, অধিকাংশই তাবুতে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। আমরা মূল ভবনের সাথে সাথে ক্যাফেটেরিয়া ভবনেও রাত্রে শোবার জায়গার অস্থায়ী বন্দোবস্ত করি।

তৃতীয় দিনের সৃজনশীলতা

রোদে ধুয়ে যাওয়া সবুজে শুরু হয় তৃতীয় দিনের কার্যক্রম। ২৪ মে'র সকাল শুরু হয় ফার্স্টএইড প্রশিক্ষণ ও ফায়ার সেফটি ড্রিল দিয়ে। শিক্ষার্থীরা শিখেছে জরুরি অবস্থায় দ্রুত সাড়া দেওয়ার কৌশল। এরপর ছিল আর্কিটেকচার কুইজ আর গ্রুপ ক্রিয়েটিভ থিংকিং সেশন। হাসিমুখে প্রতিযোগিতা আর আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু দিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল থ্রিডি ইনস্টলেশন। শত শত শিক্ষার্থী মিলে তৈরি করে বড় বড় সব কাঠামো। কেউ বাঁশ বেঁধেছে, কেউ কাপড় টেনেছে, কেউ রঙ দিয়েছে—সব মিলিয়ে ফুটে ওঠে সৃজনশীলতার মহোৎসব। সন্ধ্যায় আবারও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, আর রাতে ছিল বিদায়ের আগে আবেগঘন গ্র্যান্ড ক্যাম্পফায়ার। আগুনের চারপাশে বসে গান, গল্প আর অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির মাধ্যমে শেষ হয় আর্কজ্যাম ২০২৫ (চিত্র-৪)। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইএবি সভাপতি ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা।

পরিশেষ

চার দিনের এই আয়োজন প্রমাণ করেছে, আর্কজ্যাম কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়—এটি একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা। এখানে শিক্ষার্থীরা শিখেছে কিভাবে প্রতিকূলতায় টিকে থাকতে হয়, দলগতভাবে কাজ করতে হয় এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়। সাপের আতঙ্ক, টয়লেটের সমস্যা, কাঠের ঘাটতি কিংবা পানির স্বল্পতা—প্রতিটি সমস্যাই তাদের সামনে এনেছে নতুন শিক্ষা। তারা বুঝেছে, স্থাপত্যশিক্ষা মানে সমস্যার ভেতরে সমাধান খুঁজে নেওয়ার যাত্রা। ক্যাম্পফায়ারের আলো, বৃষ্টিভেজা মাঠ, হাইকিং-এর পথ, নিজ হাতে রান্না করা খাবার—এসবই থেকে যাবে স্মৃতি হয়ে। আর্কজ্যাম ২০২৫ তাই এক প্রজন্মের স্থাপত্যশিক্ষার্থীদের মনে অমলিন ছাপ রেখে গেল। এই আর্কজ্যাম ২০২৫ কেবল একটি আয়োজন নয়, বরং ভবিষ্যৎ স্থপতিদের জন্য এটি হবে আজীবন অনুপ্রেরণা। যেমনটি কনভেনর স্থপতি খান মো: মাহফুজুল হক জগলুলের শেষ কথাগুলো সবার হৃদয়ে অনুরণিত হবে—
"যখন মনে হয় আর সম্ভব নয়, তখনই নতুন সকাল আসে। যারা আজ ফিরে যাচ্ছে, তারা আর আগের মতো নেই—তারা একদম নতুন মানুষ।"

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH

Seminar Series on

Earthquake

Risk Sensitive Landuse Planning and Earthquake Resilience for Greater Dhaka Zone

01 May 2025
IAB Centre, Dhaka
06:30 pm (BST)-Onwards

Powered by
GPH ispat

“ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ঢাকার ভূমিকম্প সহনশীলতা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ভূমিকম্প ঝুঁকি ও নগর পরিকল্পনার ওপর সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১ মে ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বা.স্থ.ই) রাজধানীর আগারগাঁওস্থ IAB সেন্টার-এ “ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ঢাকার ভূমিকম্প সহনশীলতা” শীর্ষক একটি সেমিনার ও প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে।

সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী (পিএলআর) ড. আব্দুল লতিফ হেলালী, ভূতাত্ত্বিক এটিএম আসাদুজ্জামান, বুয়েটের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী, ড. রাকিব আহসান, ড. আখতার মাহমুদ, ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম, স্থপতি প্যাট্রিক ডি’রোজারিওসহ অন্যান্য বিশিষ্ট পেশাজীবী।

সেমিনারে রাজউকের পক্ষ থেকে ডিএমডিপি এলাকার “রিস্ক সেন্সিটিভ আরবান ম্যাপ” উপস্থাপন করা হয়, যা ভূমিকম্প ঝুঁকিতে থাকা ভবনসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং রেট্রোফিটিং সংক্রান্ত বিশ্লেষণ তুলে ধরে। আলোচনায় উঠে আসে ভূতত্ত্ববিদদের পেশাগত অন্তর্ভুক্তি, স্থিতিস্থাপক নির্মাণ ও জরুরি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার ঘাটতি, স্থাপত্য নকশায় সফটস্টোরির প্রভাব, এবং বিদ্যমান ভবনের রেট্রোফিটিংয়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

এছাড়া উচ্চ ভবনের ভূমিকম্প সহনীয় নকশা, থার্ডপার্টি অ্যাসেসমেন্ট, এবং নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা ভবন নির্মাণের সময় সকল সংশ্লিষ্ট পেশাদারদের সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের পূর্বে উপযুক্ত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেন।

সেমিনারের শেষে সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম. আহমেদ অংশগ্রহণকারী বক্তাদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ ড. খুরশিদ জাবিন হোসেন (তৌফিক) এবং সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন বা.স্থ.ই’র সম্পাদক (সেমিনার ও সম্মেলন) স্থপতি সাঈদা আখতার মুমু।

রাজউক ও জাইকা কর্তৃক “ভবন সংক্রান্ত দুর্যোগের (ভূমিকম্প ও অগ্নি) ঝুঁকি প্রশমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি” বিষয়ক সেমিনার

আজ ৬ মে, ২০২৫ তারিখে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে রাজউক ও জাইকা কর্তৃক “ভবন সংক্রান্ত দুর্যোগের (ভূমিকম্প ও অগ্নি) ঝুঁকি প্রশমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি“ বিষয়ক এক সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারে রাজউক অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার ভবন সমূহের ভূমিকম্প ও অগ্নি ঝুঁকি প্রশমনে বিভিন্ন দিক নিয়ে অলোকপাত করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আদিলুর রহমান খান, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন রাজউকের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ রিয়াজুল ইসলাম। সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ডঃ রাকিব আহসান। সেমিনারে বাস্তুই সভাপতি আবু সাঈদ বলেন, ভবনের নক্সা অনুমোদন প্রক্রিয়া জনবান্ধব করে ভবন নির্মাণ উৎসাহিত করতে হবে, যাতে জনভোগান্তি নিরসন হবে। তিনি আরো বলেন সঠিক পেশাজীবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অনুমোদিত নক্সার ক্ষেত্রে ভূমিকম্প ও অগ্নি ঝুঁকি থাকে না। তিনি রাজউকের নক্সা অনুমোদন সংক্রান্ত ইসিপিএস পদ্ধতিকে আরও সহজ ও জনবান্ধব করার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

JICA
'ভবন সংক্রান্ত দুর্যোগের (ভূমিকম্প ও অগ্নি) ঝুঁকি প্রশমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ক
সেমিনার

সিপিডি প্রোগ্রাম ও কর্মশালা

BNBC 2020: সাধারণ ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা – সিপিডি সেশন

প্রথম সেশন – ১৯ এপ্রিল ২০২৫
১৯ এপ্রিল ২০২৫, শনিবার, বিকেল ৫:৩০টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত বাস্থই কার্যালয়ে "BNBC 2020: Overview on General Building Requirements" শীর্ষক একটি CPD (Continuing Professional Development) সেশন অনুষ্ঠিত হয়।
সেশনে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি নাফিজুর রহমান। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মাণ বিধিমালা ২০২০ (BNBC 2020) এর আলোকে সাধারণ ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা, স্থাপত্যিক নিরাপত্তা, কার্যকারিতা, জ্বালানি দক্ষতা এবং টেকসই নকশা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
BNBC 2020 সম্পর্কে
BNBC 2020 বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের জন্য একটি সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক নীতিমালা, যা দেশের আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থা, নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও টেকনিক্যাল মানদণ্ড বিবেচনা করে প্রণীত হয়েছে। এটি স্থপতি, প্রকৌশলী, নির্মাণকারী ও পরিকল্পনাবিদসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে একটি অপরিহার্য দিকনির্দেশনা।
প্রশিক্ষণের মূল দিক
প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলো বিশেষভাবে আলোচিত হয়:
• ভবনের উচ্চতা ও প্রস্থ
• প্রাকৃতিক আলো ও বায়ু চলাচল
• সার্ভিস স্পেস ও প্রবেশযোগ্যতা
• জরুরি নির্গমন পথ ও অগ্নি নিরাপত্তা
• জ্বালানি ব্যবস্থাপনা ও সবুজ নির্মাণ কৌশল
তিনি উল্লেখ করেন যে BNBC 2020 কেবল একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি নাগরিক নিরাপত্তা ও বসবাসযোগ্য নগর পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অংশগ্রহণ ও আলাপ-আলোচনা
প্রায় ৮০ জন বাস্থই সদস্য স্থপতি সেশনে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশ্ন করেন এবং প্রশিক্ষকের কাছ থেকে সময়োপযোগী উত্তর লাভ করেন।
গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল:
• পুরনো ভবনের রেট্রোফিটিং-এ BNBC-এর প্রয়োগ
• ডিজাইন অনুমোদনের আইনি দিকনির্দেশনা
• কোড বাস্তবায়নে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা
প্রশিক্ষক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেন যে প্রতিটি স্থপতির দায়িত্ব হলো ভবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা ও গুণগত মান নিশ্চিত করা, যেখানে BNBC 2020 একটি কার্যকর সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

দ্বিতীয় সেশন – ৬ মে ২০২৫
৬ মে ২০২৫, মঙ্গলবার একই শিরোনামে দ্বিতীয় সেশনটি বাস্থই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
এই সেশনেও মূল বক্তা ছিলেন স্থপতি নাফিজুর রহমান, যিনি ভবন নির্মাণের সাধারণ প্রয়োজনীয়তা, নিরাপত্তা, নকশার মানদণ্ড, জ্বালানি সাশ্রয় ও টেকসই দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
সেশনটি পরিচালনা করেন স্থপতি সাইদা আক্তার মুমু, সম্পাদক (সেমিনার ও সম্মেলন), বাস্থই ২৬তম নির্বাহী পরিষদ।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ, সম্পাদক (পেশা), বাস্থই ২৬তম নির্বাহী পরিষদ।
উপসংহার
BNBC 2020: General Building Requirements শীর্ষক এই CPD সেশনসমূহ স্থপতিদের জন্য ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও কার্যকরী। সেশনগুলো কেবলমাত্র নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করেনি, বরং বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগযোগ্যতা ও গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য এটি ভবিষ্যতের ডিজাইন অনুশীলন ও নীতিনির্ধারণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

Existing Policies, Act, Rules on Building Construction

- The Building Construction Act 1952
- Bangladesh National Building Code BNBC 1993/2006
- Building Construction rules 1996
- Building Construction Act 2006 (amendment)
- Local Government Institution Act 2009
  (Upazila, Paurashabha, City Corppration, Union Parishad)
- Dhakak Cantonment Building Construction Bylaws 1994/2011
- Bangladesh National Building Code BNBC 2020

4.4.3 Shading

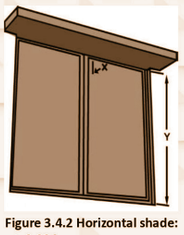

Figure 3.4.2 Horizontal shade: x ≥ 0.234y

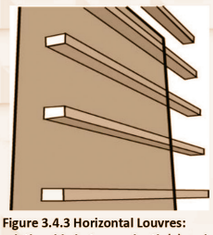

Figure 3.4.3 Horizontal Louvres: relationship between depth (x) and gap (y): x ≥ 0.234y.

Figure 3.4.4 Vertical shading or louvres: relationship between depth (x) and gap (y): x ≥ 0.234y

Table 3.4.1: Run-Off Coefficients of Various Surfaces

Surface Type	Run-Off Coefficient, C
Roofs, conventional	0.95
Green Roofs (soil/growing medium depth ≥ 300 mm)	0.45
Concrete paving	0.95
Gravel	0.75
Brick paving	0.85
Vegetation:	
1-3%	0.20
3-10%	0.25
>10%	0.30
Turf Slopes:	
0-1%	0.25
1-3%	0.35
3-10%	0.40
>10%	0.45

“Code of Ethics and Professional Conduct” শীর্ষক সিপিডি অনুষ্ঠিত

১০ মে ২০২৫, শনিবার, সন্ধ্যা ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (বাস্থই)-এর কার্যালয়ে “Code of Ethics and Professional Conduct” শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ Continuing Professional Development (CPD) সেশন অনুষ্ঠিত হয়। রেজিস্ট্রেশনকৃত সদস্যদের মধ্যে প্রথম ৮০ জনকে নিয়ে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

সেশনে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি মামনুন মুর্শেদ চৌধুরী, যিনি স্থাপত্য পেশায় নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণবিধি (Code of Ethics and Professional Conduct) এর প্রয়োগিক দিক এবং এর গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেন।

Code of Ethics and Professional Conduct হলো একটি প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা, যা স্থপতিদের পেশাগত জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ এবং জনস্বার্থ রক্ষায় নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে। এটি স্থপতিদের পেশাগত চর্চায় ন্যায্যতা, সততা, নিরপেক্ষতা ও মানবিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে, যাতে তারা সামাজিক, আইনগত ও পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন।

সেশনে ব্যাখ্যা করা হয় যে স্থপতিরা কেবল নকশার মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণে নয়, তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা, জনস্বার্থে কাজ করার মনোভাব এবং নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও আলোচিত হয় কীভাবে ন্যূনতম পারিশ্রমিক নিশ্চিত না করা পেশাগত অনৈতিকতা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি স্থাপত্য পেশার মর্যাদা হ্রাসের কারণ হতে পারে।

সেশনে Code-এর বিভিন্ন ধারা ও উপধারার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়, যেমন:

- পেশাগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা
- স্বীকৃত লাইসেন্সের সঠিক ব্যবহার
- ক্লায়েন্ট ও প্রজেক্টের গোপনীয়তা রক্ষা
- সহকর্মীদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা

প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত মতবিনিময় পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নৈতিক দ্বন্দ্ব, দায়িত্ব পালন, আইনগত চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মূল বক্তা বাস্তবমুখী ও পেশাগত পরামর্শ প্রদান করেন। আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, একজন স্থপতির জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীলতার পাশাপাশি নৈতিক অবস্থান ও আচরণবিধি মেনে চলাই প্রকৃত পেশাদারিত্বের মূল ভিত্তি।

সেশনটি পরিচালনা করেন স্থপতি সাইদা আক্তার মুমু, সম্পাদক (সেমিনার ও সম্মেলন), বাস্থই ২৬তম নির্বাহী পরিষদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ, সম্পাদক (পেশা), বাস্থই ২৬তম নির্বাহী পরিষদ। অনুষ্ঠান শেষে স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, পরিচালক, স্থপতি মামনুন মুর্শেদ চৌধুরীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এই CPD সেশনটি স্থপতিদের মধ্যে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা বিষয়ে সুদৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছে, যা ভবিষ্যতের পেশাগত পথচলায় সৎ, স্বচ্ছ ও জনমুখী স্থাপত্য চর্চার ভিত্তি স্থাপন করবে।

INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
CPD COURSE ON
CODE OF ETHICS
AND
PROFESSIONAL CONDUCT
INSTRUCTOR
Ar. Mamnoon Murshed Chowdhury
Partner, DWm4 Architects
DATE & TIME
10/05/2025, 5 pm onwards
VENUE
Berger Seminar Hall, IAB

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-১৯৯৬ নিয়ে CPD Workshop

স্থাপত্যচর্চার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৭ জুন ২০২৫, মঙ্গলবার, বাস্থই সেন্টারে “ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬” শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ Continuing Professional Development (CPD) ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি দেওয়ান শামসুল আরিফ এবং স্থপতি চৌধুরী সাইদুজ্জামান রোজেন। প্রশিক্ষণটি নগরায়ণ ও স্থাপত্য পরিকল্পনা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, স্থায়িত্ব, প্রবেশযোগ্যতা এবং নগর সৌন্দর্য রক্ষার ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬-এর প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করে।

উক্ত বিধিমালা বাংলাদেশের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভবন নির্মাণ, সম্প্রসারণ, রূপান্তর ও ব্যবহারের সময় প্রযোজ্য সকল নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। বিশেষভাবে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাবহির্ভূত সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ-এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় নির্মাণ নকশার অনুমোদনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা অনুসরণ করা হয়।

ওয়ার্কশপে নকশা ও নগরায়ণের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশিক্ষকগণ বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে:

- সেটব্যাক ও রাস্তা হতে ভবনের দূরত্ব
- ভবনের প্রতিটি কক্ষে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা
- ভবনের যেকোনো অংশ থেকে জরুরি নির্গমন পথ
- সীমানা দেয়াল, ছাদ, কার্নিশ ও সানশেডের সর্বোচ্চ সীমা
- নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশবান্ধব নির্মাণ নিশ্চিতকরণ

এছাড়াও আইন ভঙ্গের শাস্তি এবং বাস্তব জীবনে বিধিমালা প্রয়োগের চ্যালেঞ্জও তুলে ধরা হয়। সেশনের শেষ পর্যায়ে প্রশিক্ষকগণ অংশগ্রহণকারী স্থপতিদের সুবিধার্থে একটি চেকলিস্ট উপস্থাপন করেন, যার মাধ্যমে নকশা প্রণয়নের সময় বিধিমালার বিভিন্ন ধারা সহজেই প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

এই সেশন স্থপতিদের জন্য বাস্তবসম্মত নকশা চর্চায় সহায়ক এবং পেশাগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়।

RULE : 6.01	QUALIFICATION OF THE PROFESSIONAL FOR DESIGNING THE PROJECTS

LIST OF THE CATAGORY OF DESIGN FOR QUALIFIED PROFESSIONALS

SL	TYPE OF DESIGN	QUALIFICATION OF THE ELEGIBLE PROFESSIONALS				
		ARCHITECT (Graduate)	ENGINEER (Graduate)	ARCHITECT (Diploma)	ENGINEER (Diploma)	DRAFTSMAN (Certified)
01.	UPTO 04 (FOUR) STORIED BUILDING DESIGN 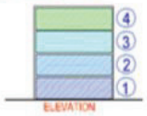	✓	✓	✓	✓	✓
02.	05 (FIVE) & ABOVE STORIED BUILDING DESIGN	✓	✗	✗	✗	✗
03.	BUILDING BESIDE VIP ROADS	✓	✗	✗	✗	✗
04.	POND EXCAVATION & HILL CUTTING 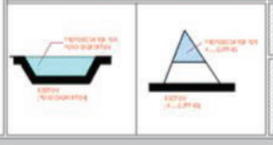	✓	✓	✗	✗	✗

RULE : 12	BUILDING HEIGHT

AS PER THIS RULE: BUILDING HEIGHT IS NOT MORE THAN THE FOLLOWING FORMULA

ROAD WIDTH + THE DISTANCE BETWEEN THE ROAD AND BUILDING X 2 = BUILDING HEIGHT

A + B X 2 = C

(A + B) X 2 = C

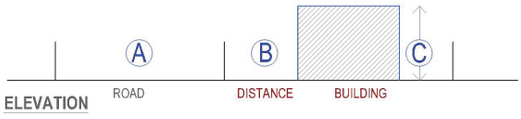

“Construction Techniques for Multiple Basements” শীর্ষক CPD সফলভাবে অনুষ্ঠিত

গত ১৯ মার্চ ২০২৫, বুধবার, বাস্থই কার্যালয়ে “Construction Techniques for Multiple Basements” শীর্ষক একটি CPD (Continuing Professional Development) সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ সেশনে প্রিন্সিপ্যাল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার মো: শামসুল আলম, দি ডিজাইনারস এন্ড ম্যানেজারস (টিডিএম) লিমিটেড-এর কর্ণধার, প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

“Construction Techniques for Multiple Basements” বলতে বোঝানো হয় এমন আধুনিক নির্মাণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক বেজমেন্ট স্তরবিশিষ্ট ভবন নিরাপদ ও কার্যকরভাবে নির্মাণ করা যায়। সেশনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকায় মাল্টিলেভেল বেজমেন্ট নির্মাণের কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ, নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আধুনিক পদ্ধতি তুলে ধরা।

প্রশিক্ষক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করেন কীভাবে গভীর খননের সময় পার্শ্ববর্তী ভূমির চাপ নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ মোকাবিলা, এবং পার্শ্ববর্তী অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায়। শোর পাইল, শীট পাইল, সিকেন্ট পাইল, ব্রেসিং সিস্টেম এবং টপ-ডাউন কনস্ট্রাকশন প্রযুক্তিগুলি পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীরা মাল্টিলেভেল বেজমেন্ট নির্মাণের পূর্ণ প্রক্রিয়া ও যুক্তিগুলো অনুধাবন করতে পারেন।

সেশনে নির্মাণ নিরাপত্তা, পার্শ্ববর্তী ভবন রক্ষা, সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন সিকোয়েন্স সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনাও আলোচনা করা হয়। এছাড়া, বিদ্যমান বিল্ডিং কোডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিজাইন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উপায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

ওয়ার্কশপ শেষে একটি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারী স্থপতিরা তাদের পেশাগত সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান লাভ করেন।

উক্ত CPD কোর্সটি স্থপতিদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে, যা ব্লক ভিত্তিক নগর উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতের নকশা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

Technical Details

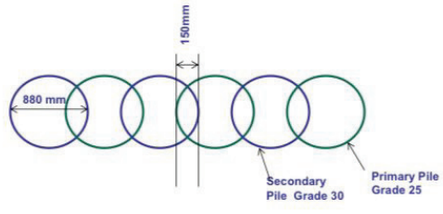

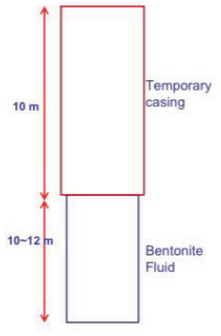

- Pile Diameter = 880 mm
- Overcut = 150 mm
- Average pile depth = 20 m
- Basement excavation depth = Up to 8 m
- Depth of Temporary casing = 10 m
- Drilling with Bentonite fluid = 10-12 m

© BAUER Maschinen GmbH, D-86529 Schrobenhausen

12

“Basic Understanding of STEPS to Accessible Means of Egress: Ensuring Safety and Accessibility” শীর্ষক CPD অনুষ্ঠিত

গত ২৭ মে ২০২৫, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৫টা, সন্ধ্যা ৫:০০টায় ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (বাস্থই) সেন্টারে “Basic Understanding of STEPS to Accessible Means of Egress: Ensuring Safety and Accessibility” শীর্ষক একটি Continuing Professional Development (CPD) কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

সেশনের প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি দেওয়ান শামসুল আরিফ, যিনি নিরাপদ বহির্গমন পথ, প্রবেশযোগ্যতা এবং ভবন নিরাপত্তার নীতিমালা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন।

“Means of Egress” হলো ভবনের ভেতর থেকে রাস্তায় বা খোলা জায়গায় পৌঁছানোর জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ পথ, যা সবাই সহজে ও দ্রুত বাইরে বের হতে পারে। এটি সাধারণত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত:

. প্রস্থান পথের প্রবেশদ্বার (Access)
. মধ্যবর্তী পথ (Travel Path)
. চূড়ান্ত নির্গমন (Exit Discharge)

সেশনে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০ অনুসারে ভবনের যেকোনো অংশ থেকে জরুরি নির্গমন পথের গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী এবং প্রতিটি ভবনের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে নিরাপদভাবে বহির্গমন নিশ্চিত করার পদ্ধতি। প্রশিক্ষক ব্যাখ্যা করেন যে, Means of Egress কেবল ভবন থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ নয়, এটি নিরাপদ পথ এবং প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করার একটি প্রক্রিয়া।

উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব উদাহরণ অংশগ্রহণকারীদের সাথে শেয়ার করেন। সেশনের শেষে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষক বাস্তবসম্মত পরামর্শ প্রদান করেন।

এই CPD কোর্সটি স্থপতিদের জন্য ভবন নকশায় নিরাপত্তা ও প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়।

STEPS
TO
ACCESSIBLE
MEANS
OF

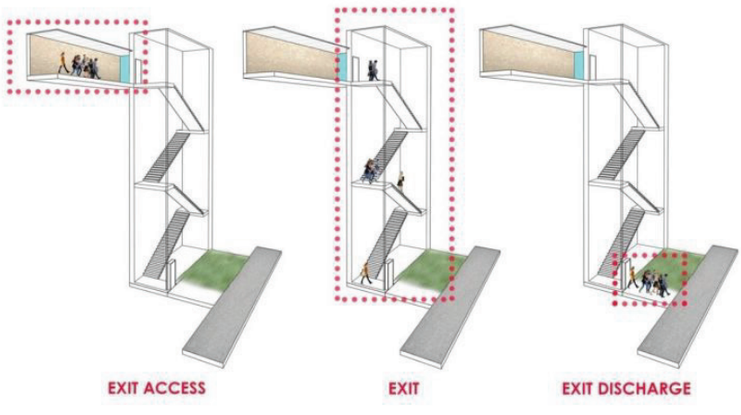
EXIT ACCESS
EXIT
EXIT DISCHARGE

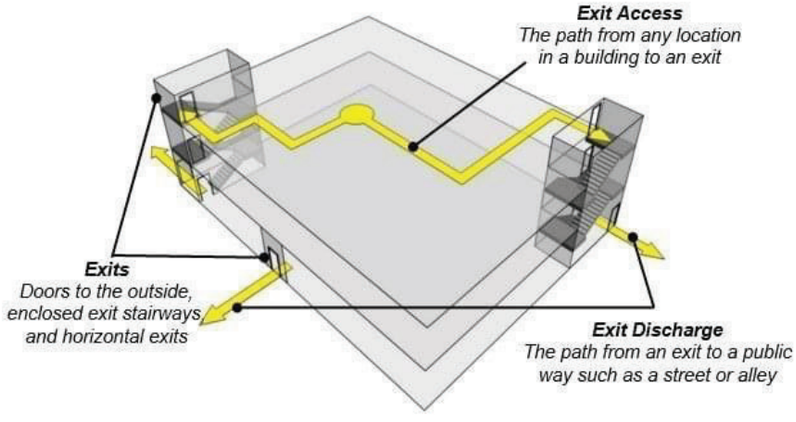
Exit Access
The path from any location in a building to an exit
Exits
Doors to the outside, enclosed exit stairways and horizontal exits
Exit Discharge
The path from an exit to a public way such as a street or alley

“Basic Understanding of GIS” শীর্ষক কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন

আধুনিক নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জনিত প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানিক বিশ্লেষণ ও তথ্যভিত্তিক তড়িৎ ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে Geographic Information System (GIS) প্রযুক্তির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর "পরিবেশ ও নগরায়ন কমিটি" এর উদ্যোগে “Basic Understanding of GIS” শীর্ষক একটি দুই দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

কর্মশালাটি গত ২০ জুন ও ২১ জুন ২০২৫ তারিখে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বাস্থই সেন্টার, আগারগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সদস্যদের মধ্যে স্থানিক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও GIS-এর প্রাথমিক বিশ্লেষণ সম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাতে-কলমে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
বিভিন্ন সেশনে ArcGIS সফটওয়্যারের সেটআপ, shapefile ও raster data ব্যবস্থাপনা, attribute table বিশ্লেষণ, geo-referencing, এবং পথচিত্র তৈরি সংক্রান্ত বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একই সাথে, স্থপতিদের কাজের সুবিধার্থে ও সহযোগি উপায় বিবেচনাতে, GIS ও CAD-এর মধ্যে ডেটা ইন্টারচেঞ্জ এবং geometric analysis-এর ধারণা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াদী উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় দিনের শেষে, অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য একটি ছোট অনুশিলন পরিচালনা করা হয়। অতপর, কর্মশালার সার্বিক কার্যকারীতার নিরিখেঅংশগ্রহণকারীদের মতামত ও প্রস্তাবনা গ্রহণের মাধ্যমে ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই আয়োজনে যুক্ত সকলকে বাস্থই-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

Workshop On
BASIC UNDERSTANDING OF GIS
Planner Mustafa Atikul Mazid
Galaxy Z Fold5

শহর ও নগরায়ণ

পরিবেশ ও নগরায়ন কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর পরিবেশ ও নগরায়ন কমিটির দ্বিতীয় সভা ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সম্পাদক (নগরায়ন ও পরিবেশ) স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ ড. খুরশিদ জাবিন হোসেন তৌফিক।

সভায় পরিবেশ ও নগরায়ন সংক্রান্ত উপকমিটিসমূহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সদস্যরা নীতিগত বিষয়, ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ এবং তথ্য সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। কার্যকর ও সময়োপযোগী উপস্থাপনা নিশ্চিতে আলোচনা পদ্ধতির রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। সভা সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫: প্লাস্টিক দূষণ রোধে স্থপতিদের অঙ্গীকার

প্রতি বছর ৫ জুন তারিখে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environment Day)—জাতিসংঘের পরিবেশ সচেতনতা এবং পরিবেশ রক্ষায় বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের অন্যতম প্রধান প্ল্যাটফর্ম। "প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ করুন" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০২৫ সালের পরিবেশ দিবসে বিশ্ববাসী প্লাস্টিক বর্জ্য সংকট মোকাবেলায় একত্রিত হয়। এবারের সরকারি আয়োজক ছিল দক্ষিণ কোরিয়া, যেখানে জেজু প্রদেশে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে পরিবেশ সচেতনতা এবং উদ্ভাবনী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি) এই উপলক্ষে গ্রহণ করেছে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ, যেমন—অফিস ব্যবহারে প্লাস্টিক বোতলের পরিবর্তে কাঁচের জগ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা কাগজের কাপ ব্যবহার চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, ভবন নির্মাণে পুনঃব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উপকরণের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা টেকসই নির্মাণ অনুশীলনের একটি অংশ।

বিশ্ব দরবারে এই বার্তাটি আরও শক্তভাবে পৌঁছে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান "ভিত্তি স্থপতি বৃন্দ লিমিটেড (VITTI)", যারা এই বছর Venice Biennale-তে তাদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দিয়ে নির্মিত একটি ভাস্কর্য দিয়ে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেছে। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে তারা পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবর্তনের দৃঢ় সংকল্পকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরেছেন।

স্থপতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কেবল ভবন নির্মাণে সীমাবদ্ধ নয়—আমরা সমাজ ও পরিবেশের উপর প্রভাব রাখি। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এ আইএবি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতি জানায়—প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি, একটি টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ি।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

থাইল্যান্ডে এআর্কএশিয়া-এর আয়োজনে “বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থাপত্যচর্চা” বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে থাইল্যান্ডে “বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থাপত্যচর্চা” শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, যা আয়োজন করে এআর্কএশিয়া কমিটি অন সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (ACSR)। কর্মশালাটিতে ১৪টি স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন প্রতিনিধি এবং ACSR-এর ৪ জন সাবেক চেয়ারসহ মোট ২১ জন অংশগ্রহণ করেন।

বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন এমন স্থপতিদের স্বীকৃতি প্রদান এবং স্থাপত্যচর্চায় সামাজিক অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে এই কর্মশালাটি আয়োজিত হয়। এটি এশিয়া অঞ্চলে আরও মানবিক ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল স্থাপত্য ভাবনার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ-সভাপতি কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গর্বের বিষয় হলো, ACSR-এর বর্তমান চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাস্থই-এর প্রতিনিধি স্থপতি ফারহানা এমু, যিনি এই উদ্যোগের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

এই কর্মশালাটি স্থপতিদের মধ্যে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কৌশল বিনিময়ের একটি ফলপ্রসূ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

arcasia
Architects Regional Council Asia

গাজা নিয়ে সংহতিঃ "Global Strike for Gaza" আন্দোলনের প্রতি বাস্থই'র মোমবাতি প্রজ্বলন

গাজায় চলমান সহিংসতার প্রতিবাদে সম্প্রতি "Global Strike for Gaza" আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিশ্বের সব দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালতসহ সবকিছু বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। গাজার বাসিন্দারা এই সহিংসতার বিরুদ্ধে একযোগভাবে প্রতিবাদ জানাতে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এই আহ্বানের প্রতি সংহতি জানিয়ে, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদ অধীনস্থ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উপ-কমিটি তাদের নিয়মিত সভার শেষে একটি অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাস্থই প্রাঙ্গণে ফিলিস্তিনের মানচিত্র মোমবাতির আলোয় গঠন করা হয়, যা একটি মোমবাতির আলোকানুষ্ঠান হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রতীকী আলোকানুষ্ঠানটির মাধ্যমে স্থপতিদের পক্ষ থেকে গাজা ও ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয় এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উপ-কমিটির সদস্যগণ এবং বাস্থইর নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতা

BABULAND
CAPITAL SIRAJ CENTRE
SHOPPING MALL
HERLAN
CAPITAL SIRAJ CENTRE

Gate Open

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডস্থলে আইএবি প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

৫ মে ২০২৫ তারিখে ঢাকা শহরের বেইলি রোডে অবস্থিত বহুতল ভবন “ক্যাপিটাল সিরাজ সেন্টার” এর বেসমেন্টে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যা প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিস ভবন থেকে ১৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করে; সৌভাগ্যক্রমে, কেউ হতাহত হননি । অগ্নিকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি।

ঘটনার পরবর্তী দিন, ৬ মে ২০২৫, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এর প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন স্থপতি নওয়াজিশ মাহবুব (সহ-সভাপতি, জাতীয় বিষয়াদি), সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ড. মাসুদ উর রশিদ (সাধারণ সম্পাদক), স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ (সম্পাদক, পেশা) এবং স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম (সম্পাদক, প্রকাশনা ও প্রচার)।

পরিদর্শনকালে দল ভবন কর্তৃপক্ষ ও তদন্ত দলের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সম্ভাব্য পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

আইএবি’র ১০০ হোমস প্রোগ্রাম: দুরমুট গ্রামে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

২০২৫ সালের ১১ মে সকালে আইএবি সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি কমিটি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) স্থপতি খান মোঃ মাহফুজুল হক (এইচ-০৫৯) এর নেতৃত্বে জামালপুর জেলার দুরমুট গ্রামে যাত্রা শুরু করে ১০০ হোমস প্রোগ্রাম–এর আওতায়। আইএবি’র সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

এই সফরে ১৫টি নতুন বাড়ি পরিদর্শন করা হবে এবং পূর্ববর্তী সফরে নির্বাচিত ৪টি বাড়ির নির্মাণকাজ শুরু হবে। তীব্র গরমের মধ্যেও দলটির সম্মিলিত উদ্যম ও দৃঢ় প্রত্যয় এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

এই কার্যক্রম আইএবি’র নিরাপদ ও টেকসই আবাসন প্রদানের অঙ্গীকারের প্রতিফলন, যা গ্রামীণ উন্নয়ন ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও শক্তিশালী করে। ১০০ হোমস প্রোগ্রাম দরিদ্র পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে অবিচলভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্যবোধকে ধারণ করে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শোকবার্তা

প্রখ্যাত স্থপতি বশিরুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী

বাংলাদেশের আধুনিক স্থাপত্যচর্চার অন্যতম পথিকৃত স্থপতি বশিরুল হক। নিভৃতচারী এই স্থপতি নিজস্ব নন্দনচিন্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ, এবং স্থানিক অনুভবকে অগ্রাধিকার দিয়ে গড়ে তুলেছেন অসংখ্য অনন্য স্থাপনা—যা আমাদের সংস্কৃতি, ভূপ্রকৃতি ও মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

তিনি শুধু স্থপতি নন, ছিলেন শিক্ষক, চিন্তক ও অনুপ্রেরণা। তার নকশাগুলো যেনো কেবল কংক্রিট আর ইটের গাঁথুনি নয়, বরং মানুষের আত্মার বসতি।

চলে গেলেও তিনি রয়ে গেছেন তার সৃষ্টি আর দর্শনের মাধ্যমে।

স্থপতি বশিরুল হক (১৯৪২ – ২০২০) কে তাঁর প্রয়াণ দিবসে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাস্থই ফেলো স্থপতি গাউসুল আলম খান এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

বাস্থই ফেলো স্থপতি গাউসুল আলম খান (K-027) আজ সকালে ল্যাব এইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৩ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন। সমসাময়িক স্থাপত্য ধারার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন স্থপতি গাউসুল আলম খান। তাঁর মৃত্যুতে বাস্থই গভীর শোক প্রকাশ করছে।

স্থপতি গাউসুল আলম খান কিডনী সমস্যা জনিত কারনে ল্যাব এইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আগামী বৃহস্পতিবার (১০/০৪/২০২৫ তারিখে) লালমাটিয়ায় বাদ জোহর তাঁর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা নামাজের স্থান সকল সদস্যকে যথাসময়ে অবহিত করা হবে।

প্রয়াত স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়া স্মরণে আয়োজন করা হয় স্মরণসভা

গত ১০ মে ২০২৫, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১২তম কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়া স্মরণে এক হৃদয়স্পর্শী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানের স্থান ছিল চট্টগ্রাম ক্লাব স্পোর্টস কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণ । উক্ত অনুষ্ঠানে স্থপতি সমাজ, সংস্কৃতিকর্মী এবং পরিবারের সদস্যরা প্রয়াত স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

স্মরণসভার শুরুতে বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১২তম কমিটির চেয়ারম্যান স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর একটি স্লাইড শো এর মাধ্যমে স্থপতি বিধান বড়ুয়ার জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয় ।

স্মরণসভায় বক্তব্য প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর সিকান্দার খান, কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন, স্থপতি জেরিনা হোসেন, স্থপতি আহমেদ জিন্নুর চৌধুরী, স্থপতি আশিক ইমরান, স্থপতি ফারুক আহমেদ, স্থপতি কানু কুমার দাস, স্থপতি সৌমেন কান্তি বড়ুয়া, এবং প্রয়াত স্থপতির সহধর্মিণী ডাঃ নন্দিতা বড়ুয়া।

বক্তারা স্থপতি বিধান বড়ুয়ার কর্মময় জীবন, তাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নাগরিক দায়বদ্ধতা এবং বাস্তবমুখী জীবনচর্চা গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে সদা হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল এই মানুষটি কেবল একজন স্থপতি ছিলেন না, বরং সময়ের একজন সক্রিয় প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীও ছিলেন।

স্মরণসভায় ডাঃ নন্দিতা বড়ুয়া ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে উক্ত স্থপতির জীবনদর্শন ও স্মৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে প্রয়াত স্থপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি পোট্রেট তাঁর সহধর্মিণীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়।

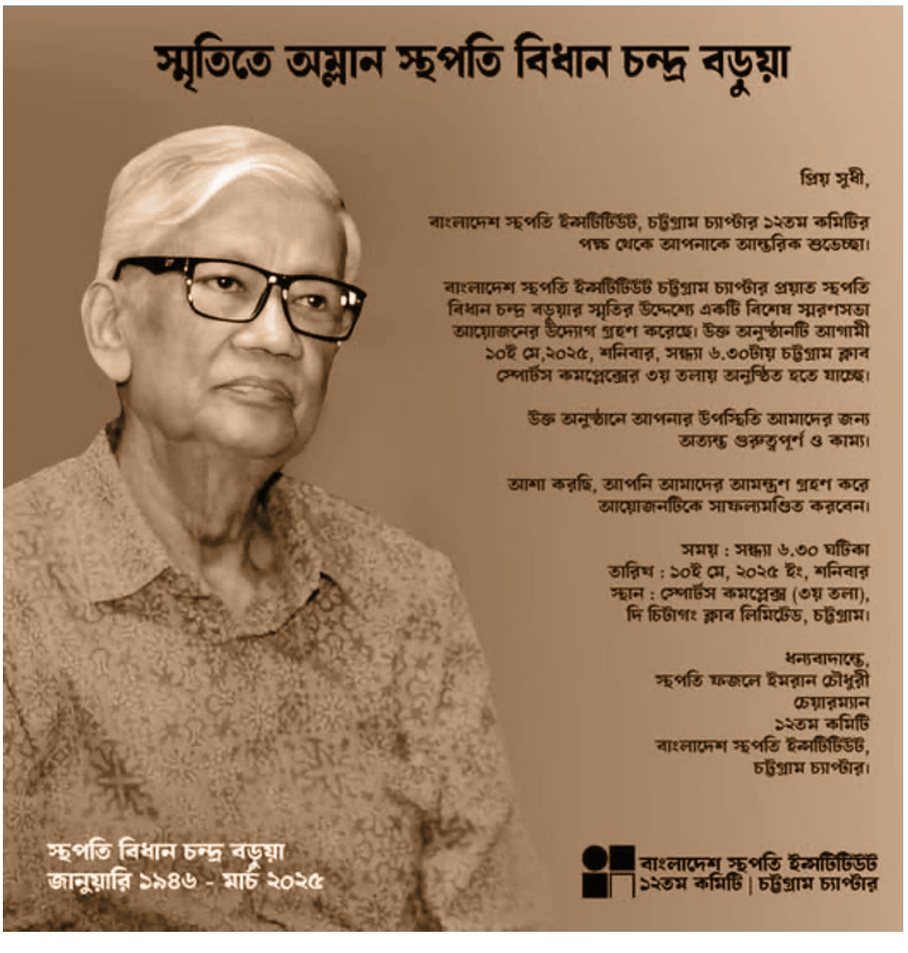
স্মৃতিতে অম্লান স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়া
প্রিয় সুধী,
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার ১২তম কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার প্রয়াত স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ স্মরণসভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত অনুষ্ঠানটি আগামী ১০ই মে,২০২৫, শনিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০টায় চট্টগ্রাম ক্লাব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ৩য় তলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কাম্য।
আশা করছি, আপনি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আয়োজনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।
সময় : সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকা
তারিখ : ১০ই মে, ২০২৫ ইং, শনিবার
স্থান : স্পোর্টস কমপ্লেক্স (৩য় তলা),
দি চিটাগং ক্লাব লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
ধন্যবাদান্তে,
স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
১২তম কমিটি
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট,
চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার।
স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়া
জানুয়ারি ১৯৪৬ - মার্চ ২০২৫
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট
১২তম কমিটি | চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

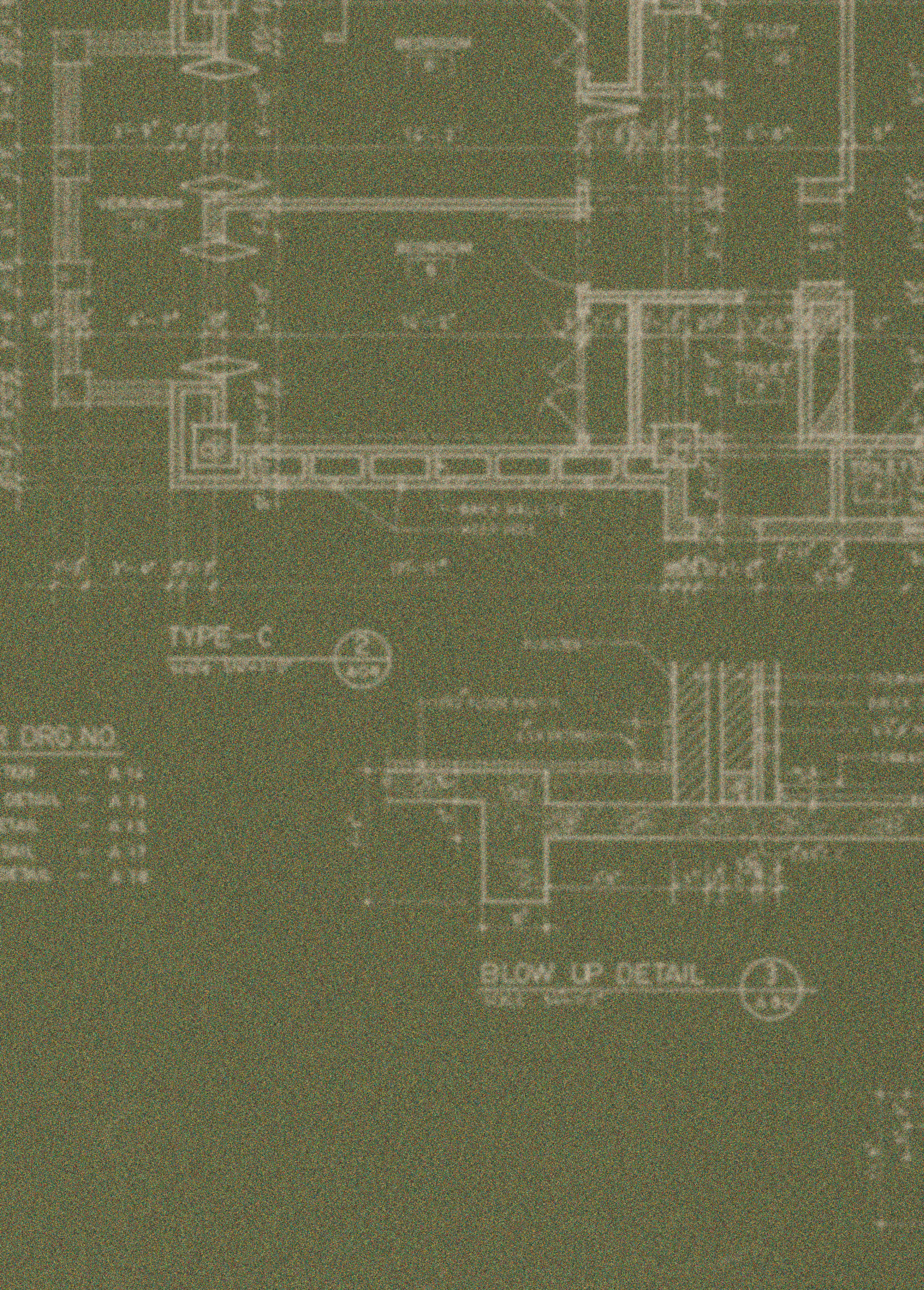
TYPE – C
BLOW UP DETAIL